আগমনকাল
আশা ও প্রত্যাশার সময়

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪৩ ❖ ২৭ নভেম্বর - ৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়োজন একান্ত ধ্যান-প্রার্থনার ভজনালয়

খ্রিস্টজন্ম স্মারক যাবপাত্র ও গোশালা ঘরের আশীর্বাদ রীতি

কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠান

বিশপীয় পরিবার জীবন কমিশনের জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

না ফেরার দেশে চলে গেল দাদু

প্রয়াত স্টিফেন গমেজ
আগমন: ২০ জুন ১৯৪২ খ্রিষ্টবর্ষ
প্রস্থান: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টবর্ষ
গ্রাম: হারবাইদ, কোদালিয়া।

গত ১১ সেপ্টেম্বর রোজ রোববার সকাল সাড়ে দশটায় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় চলে গেল দাদু না ফেরার দেশে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর ২ মাস ২১ দিন।
প্রয়াত জুজে যোসেফ গমেজ ও প্রয়াত ফেলেজা কোড়াইয়ার কোল আলো করে এ ধরায় তার আগমন ঘটেছিল। চার ভাই আর চার বোনের মধ্যে দাদু ছিল তৃতীয় সন্তান। ইতোমধ্যে ছোট এক ভাই ও দুই বোন ছাড়া সবাই পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। খুব ছোট বেলায়ই মাকে হারায়। তাই অসহায় বাবা ২য় বিয়ে করতে বাধ্য হন। তারাপরও মাকে দাদু খুব শ্রদ্ধা করতো ও ভালবাসতো। আর তাইতো খুব অল্প বয়সেই কাজের তাগিদে নটরডেম কলেজে যোগদান করে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৫৭ বছর বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ ভাবে কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের ল্যাব পরিচালক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে। ১৯৭৩ সনের ৭ ফেব্রুয়ারি কানন পালমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার কর্মজীবনের শুরু থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত স্ত্রী, সন্তান ও নাতি নাতনীদের নিয়ে ঢাকায়ই অবস্থান করছিল। কর্মস্থলসহ বিভিন্ন পর্যায়ে, বন্ধু মহলে, আত্মীয় পরিজনের সাথে ছিল তার মধুর এক সম্পর্ক। হাস্য রসিকতা ও সরল সাধারণ জীবনই ছিল তার চরিত্রের ভূষণ। দাদু ভালবাসতো ছোটবড় সবাইকে খুব আপন করে। একইসাথে পরিবারের সবাইকেই খুব ভালবাসতো। তাইতো কারো সাথেই কখনও মনোমালিন্য দেখা যায়নি। ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিল দাদু। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় একমাস হাসপাতালে এবং শেষ সপ্তাহটি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থেকে অবশেষে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেল দাদু। তোমার অভাব এখন আমরা তিলে তিলে অনুভব করি। তুমি ছিলে সবার খুব কাছের মানুষ। ধন সম্পদের চেয়ে ভালবাসাকে বড় করে দেখেছো। দাদুর অসুস্থতার সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কৃত্য অনুষ্ঠানে সবার আন্তরিক প্রার্থনা, সহযোগিতা এবং সহানুভূতি আমাদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। দাদু, তুমি স্বর্গ থেকে পরিবারের সবাইকে আশীর্বাদ করো আমরা সবাই যেন তোমার আদর্শে বড় হয়ে জীবন পরিচালনা করি। তোমার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শোকাহত আমরা–
কানন পালমা-স্ত্রী
ভিক্টর-নুপুর, ববি, টনি (ছেলে ও ছেলে বউ)
ভিয়ান, এথেনা ও ইথান (নাতি, নাতনী)
ও ভাইবোন এবং আত্মীয় পরিজন।।

বিজ্ঞ/৩৪৯/২২

বিশেষ ঘোষণা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কাগজ ও মুদ্রণ শিল্পের প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক চাঁদার বার্ষিক হার পরিবর্তন করার বিবেচনা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি? করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন। আকর্ষনীয় বড়দিন সংখ্যা পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৪৩
২৭ নভেম্বর - ৩ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১২ - ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

আগমন কালের প্রত্যাশা ও প্রস্তুতি

খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করতে মাতামণ্ডলী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। আর তাই মাণ্ডলীক উপাসনাবর্ষ/পূজনবর্ষের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে খ্রিস্টের পরিত্রাণ রহস্য উদ্‌যাপন ও উপলব্ধি করার বিশেষ সুযোগ দেয়। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের সামনে নতুন একটি পূজনবর্ষ উপস্থিত। 'গ' পূজনবর্ষ শেষ করে পদার্পণ করেতে যাচ্ছি 'ক' পূজনবর্ষে। আর মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষ শুরু হয় আগমন কাল দিয়ে। এ বছর তা শুরু হতে যাচ্ছে ২৭ নভেম্বর থেকে। এই সময়ে আমরা বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করি যিশুর আগমনকে আমাদের জীবনে বাস্তব করে তুলতে। যিশুর প্রথম আগমনের কথা স্মরণ করার সাথে সাথে প্রতিদিন যে যিশু আমাদের জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনার মধ্যদিয়ে আগমন করেন সে সম্পর্কে সচেতন হই। আর জগতের শেষদিনে যখন মুক্তিদাতা যিশু মহাগৌরবে এ জগতে আসবেন তা-ও প্রত্যাশা করি। তাই আগমনকালে আমরা প্রত্যাশা করি যিশুকে আরো কাছে ও বেশি করে পাবার। তবে সেজন্য আমাদের প্রস্তুতিও যথার্থ হতে হয়।

ব্যক্তি, শ্রেণি, পেশা ভেদে যে যার মতো নিজেদের প্রস্তুত করে মুক্তিদাতা যিশুর জন্মোৎসবকে যথার্থভাবে পালন করতে। প্রস্তুতিতে কেউ জোর দেয় বাহ্যিক ক্ষয়িষ্ণু আনন্দ প্রত্যাশায়, কেউ জোর দেয় সামাজিকতায় আবার কেউ কেউ জোর দেন আধ্যাত্মিকতায়। আধ্যত্মিক প্রস্তুতি বলতে আমরা বুঝব নিজের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আলোর পথে যাত্রাকে। অতিরিক্ত বাহ্যিক ও জাগতিক প্রস্তুতি আমাদের জীবনে যিশুর আগমনকে ব্যাহত করতে পারে। আগমন কাল আমাদেরকে আমাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো আবিষ্কার করার সুযোগ দান করে ও সেগুলোকে জয় করার আহ্বান জানায়। আমাদের পাপময়তা, মন্দ স্বভাব, ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেকে যোগ্য করে তুলি খ্রিস্টকে গ্রহণ করার জন্য। অন্যের দোষ-ত্রুটি, ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ না করে বরং নিজের দিকে নজর দিই। নিজেকে গভীর ভাবে চিনে এবং নিজের মধ্যকার অন্ধকার দিকগুলো ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করি। আগমন কালের প্রতিদিন একটি ভাল কাজ করি যা সরাসরি অপরের মঙ্গল করবে। একই সাথে প্রতিদিন একটি ত্যাগস্বীকার করি যা সরাসরি আমার রিপুকে দমন করবে। ছোট ছোট ত্যাগস্বীকার ও ভালকাজের মধ্য দিয়েই আমরা আলোর দিকে যাত্রা করব। যাতে করে চির জ্যোর্তিময় যিশুকে সাদরে বরণ করতে পারি। আগমনকালের বাণীপাঠগুলোর আমাদেরকে আলোর পথে চলার নির্দেশনা দান করে। আমাদের সকলের উচিত একটু সময় নিয়ে আগমন কালের বাণীপাঠগুলো ধ্যান করা এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে আবিষ্কার করা। আগমনকালের স্বল্প সময়ে অর্থাৎ চারটি সপ্তাহে ক্ষমা, দয়া, পুনর্মিলন, সহযোগিতা, সহভাগিতা, সম্মান, শ্রদ্ধা চর্চা করে আমাদের সামাজিক ও মাণ্ডলীক জীবনে যিশুর আগমনের পথ মসৃণ করি। প্রতিদিন আমাদের জীবনে যিশুর উপস্থিতি সম্বন্ধেও যেন সচেতন হতে পারি।

বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিশ্ব ও দেশীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সামনের কঠিন সংকট যা দুর্ভিক্ষও হতে পারে তা মোকাবেলা করার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে বলছেন। তাই বাহ্যিক অপ্রয়োজনীয় ভোগ-বিলাসে অতিরিক্ত ব্যয় না করে অপরিহার্য উপকরণ উৎপাদন ও সংরক্ষণে মনোযোগী হতে হবে। জীবনের প্রয়োজনেই আমাদেরকে পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হতে হবে। খালি বা পতিত জমি ফেলে না রেখে তা যথার্থ ব্যবহার করতে হবে। আর তা করতে হবে এখন থেকেই। শহরে বসবাসকারী অনেক মানুষের গ্রামে জায়গা-জমি রয়েছে যা ব্যবহার হচ্ছে না। অনেকে গ্রামে গেলেও তা ব্যবহার করার কোন উদ্যোগ নেননা। পতিত এসব জমিগুলো গ্রামের দরিদ্র-অভাবী মানুষকে চাষ ও ব্যবহার করতে দিলে কিছুটা হলেও দেশের উৎপাদন বাড়বে বলে মনে করি। আর শহরেও সুযোগ আছে ছাদ বা দেয়ালগুলো পরিকল্পিত ব্যবহার করে ফসল ও ফল উৎপাদনের। তবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক দরিদ্র ব্যক্তিই চাষাবাদ থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো প্রাধান্যের ভিত্তিতে দরিদ্র কৃষকদের খুবই স্বল্পমূল্যে কৃষিঋণ দিলে এবং কৃষকদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করলে দেশের কঠিন সংকট মোকাবেলা করাটা সহজ হবে। একইভাবে খ্রিস্টান সমাজে সমবায় সমিতিগুলোও একই ভূমিকা পালন করতে পারে। উৎসব-আপ্যায়ন, বিলাসদ্রব্যের মতো উপকরণগুলোতে ঋণ কমিয়ে উৎপাদনশীল খাতে আরো ঋণ বৃদ্ধি করলে সমাজেরই উপকৃত হবে। বেশিরভাগ খ্রিস্টান সমবায় সমিতিগুলোতে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বড় বড় ঋণখেলাপী হচ্ছে তথাকথিত নেতা ও ধনী শ্রেণীর মানুষেরা। তাই খ্রিস্টান ঋণদান সমিতিগুলোও নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে জাতীয় সংকট মোকাবেলায় নিজেদের যথার্থ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। আর এ অংশগ্রহণ হবে দরিদ্র জনগণের পাশে থাকার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে; অপ্রয়োজনীয় অর্থ অপচয় রোধ করে, যেমন-নির্বাচনে অর্থ খরচ না করে, মামলা- হামলায় না জড়িয়ে, ঋণ মঞ্জুরের সময় নিরপেক্ষ থেকে ইত্যাদি। †

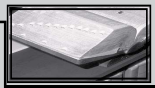

তোমরা জেগে থাক, সবসময় মিনতি জানাও, যেন যা শীঘ্রই ঘটবার কথা তা এড়াবার, ও মানবপুত্রের সামনে দাঁড়াবার শক্তি পেতে পার। *(লুক: ২১:৩৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

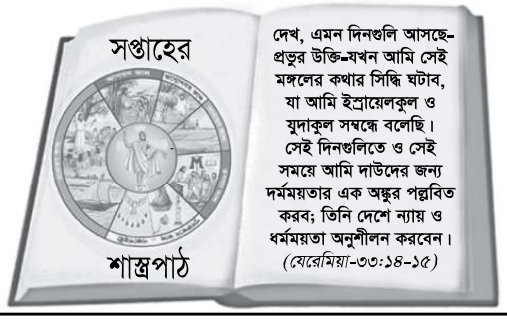

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২০ - ২৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার
সাধু যোহন, প্রেরিতশিষ্য **ও মঙ্গলসমাচার** রচয়িতা, *পর্ব*
১ যো ১: ১-৪, সাম ৯৭: ১-২, ৫-৬, ১১-১২, যোহন ২০: ২-৮

২৮ নভেম্বর, বুধবার
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ যো ১: ৫—২: ২, সাম ১২৪: ২-৩, ৪-৫, ৭খ-৮, মথি ২: ১৩-১৮

২৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
জন্মোৎসব অষ্টাহের ৫ম দিবস
১ যো ২: ৩-১১, সাম ৯৬: ১-৩, ৫খ-৬, লুক ২: ২২-৩৫
সাধু টমাস বেকেট, বিশপ, ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস

৩০ নভেম্বর, শুক্রবার
যীশু-মারীয়া-যোসেফের পুণ্য পরিবার, *পর্ব*
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
সিরাক ৩: ২-৬, ১২-১৪ অথবা কলসীয়, ১৩: ১২-২১, সাম ১২৮: ১-২, ৩, ৪-৫, মথি ২: ১৩-১৫, ১৯-২৩

৩১ নভেম্বর, শনিবার
জন্মোৎসব অষ্টাহের ৭ম দিবস
১ যো ২: ১৮-২১, সাম ৯৬: ১-২, ১১-১৩, লুক ১: ১-১৮

১ ডিসেম্বর, রবিবার
ঈশ্বর জননী ধন্যা কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব
খ্রিস্টীয় নববর্ষ ও বিশ্ব শান্তি দিবস
গননা ৬: ২২-২৭, সাম ৬৭: ১-২, ৪-৫, ৭, গালা ৪: ৪-৭, লুক ২: ১৬-২১

২ ডিসেম্বর, সোমবার
মহাপ্রাণ সাধু বাসিল ও সাধু গ্রেগরী নাজিয়াঞ্জেন, বিশপ ও আচার্য
১ যোহন ২: ২২-২৮, সাম ৯৮: ১, ২-৩কখ, ৩গ,ঘ-৪, যোহন ১: ১৯: ২৮

৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
যিশুর মহা পবিত্র নাম
জন্মোৎসবকালের বন্দনা
১ যোহন ২: ২৯--৩:৬, সাম ৯৮: ১, ৩ গঘ-৪, ৫-৬, যোহন ১: ২৯-৩৪
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান*:
ফিলিঃ ২: ১-১১, সাম ৮: ৪-৫, ৬-৭, ৮-৯, লুক ২: ২১-২৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৬ ব্রাদার জেরার্ড মারী সুপ্রেণান্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১১ সিস্টার মেরী দেবাঞ্জলি এসএমআরএ (ঢাকা)

২৮ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৯৭ ফাদার তোনিনো দেচেমব্রিনো এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৯ ফাদার ডগলাস ভেন্নে এমএম (ময়মনসিংহ)

২৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯২৬ ফাদার ফিলিপ্পে নানি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৮ ব্রাদার পিটার ক্লেভার এম হোসেন্সকী সিএসসি
+ ১৯৯০ সিস্টার এম পেলাজি সাদাপ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৩ মন্সিনিয়র পিটার এ. গমেজ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মেরী কামিল্লা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৩১ নভেম্বর, শনিবার
+ ১৯৯২ ফাদার পিটার দেশাই (ঢাকা)

১ ডিসেম্বর, রবিবার
+ ১৯৭৬ ফাদার জন জে. হ্যারিংটন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ সিস্টার মেরী আঞ্জেলা এসএমআরএ

৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার
+ ২০১৫ আর্চবিশপ পৌলিনুস কস্তা (ঢাকা)

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

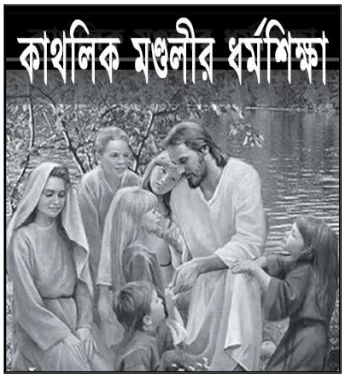

১৪৪৮: বিগত শতাব্দীগুলোতে এই সংস্কারের ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান পরিবর্তন সত্ত্বেও, এর যে একই মৌলিক কাঠামো তা অবধারণ করতে হবে। এখানে দু'টি সমান অত্যাবশ্যক উপাদান রয়েছে: একদিকে মানবীয় করণীয় কাজ অর্থাৎ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় মানুষের মনপরিবর্তন: যথা, অনুতাপ, পাপস্বীকার ও দণ্ডপূরণ; অপরদিকে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাজ। খ্রীষ্টমণ্ডলী, যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশপ ও যাজকদের মাধ্যমে পাপ ক্ষমা করেন, দণ্ড নির্ধারণ করেন এবং পাপীর জন্য প্রার্থনা করেন ও তার সাথে প্রায়শ্চিত্তও করেন। এভাবে পাপী নিরাময় হয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর একত্মতায় পুনঃসংস্থাপিত হয়।

১৪৪৯: লাতিন মণ্ডলী পাপমোচনের অনুমন্ত্র এই সংস্কারের প্রয়োজনীয় উপাদান প্রকাশ করে: করুণাময় পিতা হলেন সকল ক্ষমার উৎস। তাঁর পুত্রের নিস্তরণ ও তাঁর আত্মার দানের মধ্যদিয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রার্থনা ও সেবাকাজ দ্বারা তিনি পাপীদের পুনর্মিলন কার্যকরী করেন"

পরম করুণাময় পিতা
তাঁর পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা
এ জগৎকে নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করেছেন
এবং পাপের ক্ষমালাভের জন্য পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন;
তাঁরই মণ্ডলীর সেবাকাজের মাধ্যমে
তিনি তোমাকে ক্ষমা ও শান্তি দান করুন,
এবং আমি তোমাকে তোমার পাপ থেকে মুক্ত করছি
পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে।

॥ছ॥ অনুতাপীয় ক্রিয়াসমূহ

১৪৫০: "অনুতাপ পাপীকে বাধিত করে স্বেচ্ছায় এই উপাদনগুলো গ্রহণ করতে: হৃদয়ে তার অনুতাপ, মুখে তার পাপস্বীকার, মনোভাবে সম্পূর্ণ বিনম্রতা যেখানে থাকবে ফলদায়ী ক্ষতিপূরণ।

১৪৫১: অনুতাপীয় ক্রিয়াসমূহের মধ্যে অনুতাপই হল প্রথম। অনুতাপ হল "আত্মার দুঃখ ও কৃত পাপের জন্য ঘৃণাবোধ, সেই সঙ্গে আর পাপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ"।

১৪৫২: যে-ভালবাসা সর্বোপরি ঈশ্বরকেই ভালবাসে সেই ভালবাসা থেকে উদ্ভূত অনুতাপই 'সম্পূর্ণ' অনুতাপ (ভালবাসার অনুতাপ)। সেরূপ অনুতাপ লঘুপাপ মোচন করে; এই অনুতাপ মারাত্মক পাপের ক্ষমাও লাভ করে যদি অনুতাপী ব্যক্তির দৃঢ়সঙ্কল্প থাকে যে, সে যত শীঘ্র সম্ভব অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করবে।

১৪৫৩: যাকে 'অসম্পূর্ণ' অনুতাপ (বা শাস্তি এড়ানো) বলা হয় তা-ও ঈশ্বরের দান, পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রণোদিত। এই অনুতাপ আসে পাপের কদর্যতা চিন্তা ক'রে, কিংবা অনন্ত শাস্তির ভয়ে এবং ভীতিপ্রদ অন্যান্য শাস্তির উপলব্ধি থেকে (ভয়ের অনুতাপ)। বিবেকের এমন জাগরণ অন্তরে একটি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে, যা ঐশ অনুগ্রহের প্রণোদনে সংস্কারীয় ক্ষমা লাভ করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। যাই হোক অস্পূর্ণ অনুতাপ আপনা থেকে গুরুতর পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারে না, তবে তা অনুতাপ সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষমালাভ করতে পাপীর মন প্রস্তুত করতে পারে।

১৪৫৪: ঐশবাণীর আলোতে মন-পরীক্ষা করে এই সংস্কার গ্রহণ করার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এর জন্য অতি উপযুক্ত শাস্ত্রবাণী পাঠগুলো পাওয়া যাবে দশ আজ্ঞা, সুসমাচার ও প্রৈরিতিক ধর্মপত্রাবলীর নৈতিক ধর্মশিক্ষা, যেমন পর্বতে উপরে যীশুর উপদেশ ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষায়।

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৪২ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় বিপ্র: নম্বর ৩৩৭/২২ পিতার এর পরিবর্তে **"পিটার"** হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

ফাদার ডেভিড ঘরামী

আগমনকালীলন ১ম রবিবার- ক পূজনবর্ষ

১ম পাঠঃ ইসাইয়ার গ্রন্থ ২:১-৫

২য় পাঠঃ রোমীয় ১৩:১১-১৪

মঙ্গল সমাচার : মথি ২৪:৩৭-৪৪

আগমনকালের মধ্যদিয়ে পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী'র বিশ্বাসীগণ আমরা একটি নতুন উপাসনা বর্ষে প্রবেশ করি। প্রতি বছর মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান জানান যেন ঐশবাণী শ্রবণ ও ধ্যান করে নিজেকে প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করি। মূলত: আগমন কালের প্রথম রবিবারে মথি-রচিত মঙ্গলসমাচার ও প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ থেকে ১ম শাস্ত্রপাঠ, সামসঙ্গীত ও রোমীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পলের পত্র থেকে ২য় ঐশবাণী পাঠ করে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধ্যান করতে পারি যেন, আগমনকালের প্রতিটি দিন আমাদের প্রত্যেকের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির ক্ষণ হয়ে ওঠে।

১ম পাঠে আমরা ধ্যান করি: দয়াময় ঈশ্বর যিনি তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। ১ম পাঠে কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন- জেরুসালেম, পর্বত ইত্যাদি। চলো আমরা গিয়ে উঠি ভগবানের পর্বতে..., এগুলো আমাদের সচেতন করে যেন আমরা ভালবাসাময় ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা ও ভ্রাতৃ প্রেম-শিখি। আমরা বিশ্বাসীগণ যেন "পথ চলি ভগবানের আলোয়"।

দ্বিতীয় শাস্ত্রপাঠে আমরা সাধু পলের সাথে ধ্যান করতে পারি: আমাদের পুরাতন স্বভাব-আচরণ ত্যাগ করি। বিগত দিনগুলোতে যে-ভাবে চলতাম তা ত্যাগ করি, মন্দ স্বভাব বাদ দেই। যা পরিবারের অন্যকে কষ্ট দিয়েছে তা না করি। যা মণ্ডলীকে আঘাত করেছে তা না করার সংকল্প করি।

মঙ্গলসমাচারের আলোকে ধ্যান করতে পারি: যিশু আমাদেরকে জেগে থাকতে ও প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানায়। জেগে থাকা ও প্রস্তুত থাকা'র অর্থ আমরা বুঝি। যিশু আমাদের সতর্ক করে আহ্বান করছেন যেন আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁর আগমনের ক্ষণ সম্পর্কে আগ্রহভরা মনে নিজেকে প্রস্তুত করি।

প্রত্যাশা, অপেক্ষা ও প্রস্তুতির ক্ষণ হ'ল মণ্ডলী নির্দেশিত এই আগমনকাল। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে নানানসব ঘটনা, অবস্থা ও প্রেক্ষাপট ব্যক্তি-পরিবার, সমাজ-রাষ্ট্রকে কঠিন পরিস্থিতির মুখামুখি করছে। এ-অবস্থায় আমরা মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্টের আগমনের জন্য প্রত্যাশায় আছি। কারণ তিনি আমাদের ব্যক্তি এবং বিশ্বের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন। তিনি অবশ্যই আমাদের মনের ও চিন্তার পরিবর্তন করে সকলের আত্মার পরিত্রাণ ঘটাবেন। আজ-পর্যন্ত নিজের প্রতি, অন্যের সাথে, সমাজ ও মাণ্ডলীক জীবনের সমস্ত মন্দতা, পাপময়তা তিনি ভালবাসা দিয়ে ক্ষমা করে পরিত্রাণ করবেন।

বাংলাদেশ ছোট্ট হলেও সামাজিতকায় বেশ আলাদা। সাক্রামেন্তিয় বিশ্বাস ও প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে এবং চর্চায় ভিন্নতা রয়েছে। আসুন আগমনকালীন এসময় প্রথম রবিবার থেকে বাণীপাঠের আলোকে নিজের আত্মার কথা চিন্তা করি। পাপময়তার জন্য অনুতাপ্ত হই। যাজকের মধ্যদিয়ে পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ করি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি। পরিবারে, ঘরের পশে যারা থাকেন তাদের সুপরামর্শ দেই। জটিলতা-কুটিলতা ত্যাগ করি। কারণ আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশু এমনই এক সময় আসবে, ... যার আসবার কথা চিন্তাই করছি না॥

17th Death Anniversary

J.M.J

With Loving Memory of our Mommy,

Purbi Agnes Gomes

Date & Place of Birth:
13th April 1944, Mongla, Khulna
Died On : 28th November 2005 in Dhaka
And Buried in Satkhira

We remember our Mommy with great respect & pride who had left us fifteen years ago to join the heavenly Fathers kingdom.

Mommy, even now we miss you in our daily lives. Your guidance, support, and love could never be found anywhere today but we believe, your blessing will be with us forever. You were a Mother as well as a good friend to us. You will always be remembered for your good work and honesty in our daily prayers.

Mommy, we always pray to the Almighty God to grant you eternal life in heaven.

You will always be in our mind as a great Mother. We love and admire you Mom.

With Love
All Children's & Grand Children's

বিজ্ঞ/৩৫০/২২

খ্রিস্টজন্ম স্মারক যাবপাত্র ও গোশালা ঘরের আশীর্বাদ রীতি

(Order of the Blessing of a Christmas Manger of Nativity Scene)

অনুবাদঃ ফাদার ইউজিন জে আনজুস সিএসসি

১. বর্তমান সময়ে খ্রিস্টের মানবজন্ম গ্রহণের ঘটনা প্রদর্শন করার জন্য গোশালাঘর, যাবপাত্র ইত্যাদি সাজানোর প্রথা প্রচলিত রয়েছে তার পিছনে অবদান রয়েছে আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের। তিনি প্রভুর জন্মবার্তা সবার কাছে তুলে ধরার জন্য খ্রিস্ট জন্মোৎসবের পূর্ব সন্ধ্যায় (Christmas Eve) যাবপ্রাত্র সুসজ্জিত করার রীতি আরম্ভ করেন ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়াও জানা যায় যে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দি থেকে খ্রিস্ট জন্মের ঘটনা বাড়ির বা নগরের প্রাচীরে অংকন করা হতো এবং প্রভুর জন্ম-কাহিনী সেই সব প্রাচীরে লিখে রাখা হতো। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টজন্ম সম্বন্ধে প্রবক্তা ইসাইয়া এবং হাবাকুকের ভবিষৎবাণীও লিখে রাখা হতো, যেখানে উল্লেখ আছে যে, মুক্তিদাতার জন্ম হবে পশুদের মাঝে, গোয়াল ঘরে আর তাঁকে রাখা হবে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে।

২. পালকীয় বাস্তবতা অনুসারে খ্রিস্টজন্মের যাবপাত্র এবং গোশালা আশীর্বাদ-রীতি ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বা মধ্যরাত্রির খ্রিস্টযাগের পূর্বে অথবা অপর কোন উপযুক্ত সময়ে, বিশেষ করে জন্মোৎসবের পূর্ববর্তী অষ্টাহ (১৭-২৪ ডিসেম্বর)-এর সময় করা যেতে পারে, তবে এমন একটি সময়ে এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানটি করা বাঞ্ছনীয় যখন বেশ কিছু খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৩. আশীর্বাদ-রীতি বাণী-ঘোষণা অনুষ্ঠান সহযোগে, খ্রিস্টযাগে অথবা অন্য যে কোন প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে করা যেতে পারে।

৪. যখন বাড়িতে গোশালা বা যাবপাত্র প্রস্তুত করা হয়, এটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হবে যদি তা পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রী, বাবা-মা কিংবা অপর কোর সদস্য তা আশীর্বাদ করেন। এ জন্য 'সংক্ষিপ্ত আশীর্বাদ রীতি' অনুসরণ করা যায়। এরূপ আশীর্বাদ রীতি *Catholic Household Blessings and Prayers* গ্রন্থ এবং আশীর্বাদ গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা) রয়েছে।

৫. যাজক, ডিকন, অথবা কোন সেবাকরী (*lay minister*) আশীর্বাদ রীতি পরিচালনা করতে পারেন।

৬. এই আশীর্বাদ রীতি একজন যাজক অথবা ডিকন পরিচালনা করবেন। যাজক বা ডিকন নন এমন *সেবাকারী* (Lay Minister) পরিচালনা করলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনাগুলো ব্যবহার করতে হবে।

উদ্বোধন রীতি

৭. *খ্রিস্টভক্তগণ সমবেত হলে একটি উপযুক্ত গান করা যায়। গানের পর পরিচালক বলেন:*

পিতা, + ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মার নামে।

সকলেঃ আমেন।

৮. *পরিচালক যাজক বা ডিকন হলে পবিত্র শাস্ত্র থেকে নেয়া বাক্যে সকলকে সম্ভাষণ জানান:*

আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যিনি ধন্যা কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, তাঁরই শান্তি তোমাদের [আপনাদের] সকলের মধ্যে বিরাজ করুক।

সকলেঃ আপনার মধ্যে ও বিরাজ করুক।

৭. *সেবাকারী পরিচালনা করলে তিনি বলেন:*

প্রভু যিশুখ্রিস্ট যিনি আমাদের মাঝে বাস করেন, তাঁর প্রশংসা হোক এখন ও যুগে যুগান্তরে।

সকলেঃ আমেন।

৮. *নিম্নে প্রদত্ত অথবা উপযুক্ত কথায় পরিচালক সমবেত সবার প্রস্তুতির জন্য বলেন:*

আমরা যখন প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব পালন করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছি, এসো, আমরা এখন তাঁর জন্ম-স্মারক এই গোশালা ও যাবপাত্র আশীর্বাদ করি। এরূপ গোশালা ও যাবপাত্র প্রস্তুত করার রীতি প্রচলন করেছিলেন আসিসির মহান সাধু ফ্রান্সিস সবার কাছে মুক্তিদাতার জন্ম-সংবাদ ঘোষণা করার উপায়রূপে।

আমরা যখন এখানে সজ্জিত সকল মূর্তিগুলো ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখব তখন প্রভুর জন্মোৎসবের বিষয়ে পবিত্র মঙ্গলসমাচারের কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠবে আর আমরাও মানব মুক্তির জন্য ঈশ্বর-পুত্রের দেহধারণ রহস্য উপলব্ধি করে গভীর আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠব।

ঐশবাণী পাঠ

৯. *একজন পাঠ, বা সমবেত ভক্তজনদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজন, অথবা পরিচালক নিজেই পবিত্র শাস্ত্র থেকে পাঠ করবেন। পাঠের পূর্বে পরিচালক সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলেন:*

প্রিয় ভাই-বোনেরা, এখন আমরা পবিত্র মঙ্গলসমাচার থেকে পাঠ শুনব।

লুক অনুসারে পবিত্র মঙ্গলসমাচার থেকে পাঠ (২:৮-১৪)

বেথলেহেম অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা মাঠে থেকে সারা রাত জেগে তাদের পালের পশুগুলিকে পাহারা দিত। সেদিন হঠাৎ প্রভুর এক দূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন; প্রভুর মহিমা তখন তাদের ঘিরে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াতে লাগল। এক আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠল তাদের অন্তর। কিন্তু স্বর্গদূত তাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু। এই চিহ্নে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে: দেখতে পাবে কাপড়ে জড়ানো, জাবপাত্রে শোয়ানো এক শিশুকে।" তখন হঠাৎ সেই দূতের পাশে দেখা দিল স্বর্গের এক বিরাট এক দূতবাহিনী। তাঁরা পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন:

"জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়!

ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে!"

– প্রভুর মঙ্গলসমাচার।

সকলেঃ খ্রিস্ট প্রভু তোমার প্রশংসা হোক!

১০. অথবা: ইসাইয়া ৭:১০-১৫ ('ইম্মানুয়েল'-এর জন্মের প্রতিশ্রুতি)

১১. *পরিবেশ অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত সামসঙ্গীত অথবা উপযুক্ত একটি গান করা যেতে পারে।*

সাম: ৮৯

ধূয়োঃ হে ভগবান, চিরদিন আমি গেয়ে যাব তোমার ভালবাসা!

হে ভগবান, তোমার জয়ধ্বনি যারা করতে জানে, ধন্য সেই জাতি।

তোমার শ্রীমুখের আলোকেই পথ চলে তারা।

তোমার নাম-স্মরণেই তাদের আনন্দ সারাদিন ধরে,

তোমার ধর্মময়তা উদ্দীপিত করে তোলে তাদের অন্তর।

তুমি যে বলেছ, "মনোনীতজনদের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছি আমি সন্ধির বন্ধনে;

আমার সেবক দাউদের কাছে আমি করেছি শপথঃ

'তোমার বংশকে আমি করব চিরস্থায়ী,

চিরযুগের মতোই প্রতিষ্ঠিত করব আমি তোমার সিংহাসন।'

সে আমায় ডেকে বলবে, "তুমি আমার পিতা;

আমার ঈশ্বর তুমি, আমার ত্রাণ-শৈল তুমি!'

চিরদিন আমি তারই জন্যে রাখব আমার ভালবাসা;

অটুট থাকবে তার সঙ্গে সেই মিলন-সন্ধি আমার।"

১২. পরিবেশ অনুসারে, পরিচালক সমবেত ভক্তজনদের উদ্দেশে পবিত্র শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যা করতে পারেন, যেন তারা বিশ্বাসের সাথে এই অনুষ্ঠানের অর্থ বুঝতে পারেন।

অনুনয় প্রার্থনা

১৩. *এখন অনুনয় প্রার্থনা করা হবে। পরিচালক সবাইকে আহ্বান জনাবেন এবং একজন সহকারী অথবা উপস্থিত ভক্তজনদের মধ্য থেকে একজন আবেদন-প্রার্থনার উদ্দেশ্যগুলো প্রকাশ করবেন। নিম্নে প্রদত্ত আবেদনমালা অথবা নিজস্ব পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রস্তুত ক'রে নেওয়া যেতে পারে।*

পরিচালক বলেন,

এসো, আমরা খ্রিস্টজন্ম-স্মারক এই গোশালা ও যাবপাত্রের উপর এবং আমাদের সবার উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ যাচ্‌না করি, যেন আমরা যারা আজ খ্রিস্টের মানবজন্ম রহস্য ধ্যান করছি, আমরা সকলে যেন তাঁরই সাধিত মুক্তিকর্মের সহভাগী হতে পারি।

সকলেঃ এসো, প্রভু, আমাদের মাঝে বাস কর!

সহকারী পরিচালক [অথবা অপর একজন]

ঈশ্বরের পবিত্র মণ্ডলীর জন্য, যখন আমরা খ্রিস্টের মানবজন্ম ঘিরে সকল ঘটনাগুলো স্মরণ করি, আমরা যেন আমাদের জন্য নতুন জীবন-স্বরূপ তাঁর দানের কথা আনন্দের সাথে ঘোষণা করে যেতে পারি–এসো আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

যে জগতে আমরা বসবাস করি, সেই জগত যেন খ্রিস্টকে চিনতে পারে, যেমন স্বর্গদূতগণ ও রাখালেরা তাঁর জয়গান করে বরণ করেছিল, তার জন্য – এসো আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

খ্রিস্ট প্রভু যাঁকে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, আমাদের প্রতিটি গৃহ ও পরিবারে তিনি যেন সর্বদা বাস করেন তার জন্য –এসো আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

পিতা-মাতাগণ যেন ধন্যা কুমারী মারীয়া ও সাধু যোসেফের মতোই তাদের সন্তানদের ভালবাসেন, তার জন্য– এসো আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

১৪. *অনুনয় যাচ্‌না শেষে পরিচালক নিচের অথবা অনুরূপ কথায় উপস্থিত সকলকে 'প্রভুর প্রার্থনাটি আবৃত্তি বা গান করার জন্য আহ্বান জানান।*

প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদেরকে যেভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, এসো আমরা তাঁরই শেখানো প্রার্থনাটি একসাথে বলি [গান করি]

সকলেঃ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ ...

আশীর্বাদ প্রার্থনা

১৫. যাজক বা ডিকন হাত প্রসারিত করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; পরিচালক যিনি যাজক বা ডিকন নন, তিনি হাত জোড় করে প্রার্থনা করেন।

সকল জাতির সকল মানুষের হে প্রভু,

বিশ্ব-সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই তুমি তোমার অপূর্ব প্রেম প্রকাশ করেছ;

আমাদের যখন একজন মুক্তিদাতার একান্ত প্রয়োজন ছিল

তখন তুমি তোমার পুত্রকে পাঠিয়েছ যিনি কুমারী মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন।

আমাদের জীবনে তিনি এনে দিলেন আনন্দ ও শান্তি, ন্যায্যতা, দয়া এবং ভালবাসা।

হে প্রভু, আমরা যারা এই গোশালা ঘর ও যাবপাত্রটি

ঘিরে দাঁড়িয়েছি, আমাদের সকলকে যেন এই পবিত্র দৃশ্য

খ্রিস্টের বিনম্র মানবজন্ম রহস্য স্মরণ করিয়ে দেয়,

এবং তাঁর প্রতি আমাদের হৃদয় মন উত্তোলিত করে,

যিনি হলেন আমাদের-সাথে-ঈশ্বর এবং সকল মানুষের মুক্তিদাতা,

এবং যিনি জীবিত আছেন ও রাজত্ব করেন যুগে যুগান্তরে।

সকলেঃ আমেন।

সমাপন রীতি

১৬. *যাজক অথবা ডিকন আশীর্বাদ রীতি শেষ করে বলেন,*

আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের হৃদয় মন আলোকিত করে তুলুন এখন ও যুগ যুগ ধরে।

সকলেঃ আমেন।

অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে আশীর্বাদ করেনঃ

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পিতা, + ও পুত্র, ও পবিত্র আত্মা তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন।

সকলেঃ আমেন।

১৭. *পরিচালক যাজক বা ডিকন না হলে তিনি নিজেকে ক্রুশ-চিহ্নে চিহ্নিত করে বলেন:*

আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমাদের হৃদয় মন আলোকিত করে তুলুন এখন ও যুগে যুগান্তরে।

সকলেঃ আমেন।

মূল গ্রন্থ

১. **Shorter Book of Blessing**, Catholic Book Publishing Corp. New York, 1990।

প্রয়োজন একান্ত ধ্যান-প্রার্থনার ভজনালয়

ফাদার লুইস সুশীল

১। রাজধানীতে ভজনালয়

বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে সবার ধ্যান-প্রার্থনা করার জন্য বিশেষ প্রার্থনাঘর/আরাধনালয় আছে। অনেক ভক্ত স্ব-স্ব বাস্তবতা অনুসারে ঈশ্বর ভরসায় সেখানে যান ও মন খুলে অন্তর নম্রতায় প্রার্থনা করেন পবিত্র বাইবেলের সেই করগ্রাহকের মত *(লুক ১৮:১৩)*। "প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে সংলাপ।" বৃহত্তর ঢাকায় মানুষ বাড়ছে, অনেকে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, মানুষের জীবন বাস্তবতায় বাড়ছে তাদের সমস্যা, জটিলতা, চাপ। এমতাবস্থায় তাদের পালকীয় যত্ন, সহায়তা, সহযাত্রা, পরিচালনা এক বড় বিষয়। শহরে মানুষ অনেক ব্যস্ত, অস্থির- কোন কোন বার চিন্তিত, একা, নিরাশ, ভারগ্রস্ত। আমার বারবার মনে হয় এধরনের মানুষদের জন্য আমাদের এরূপ একটি স্থান বা কেন্দ্র জরুরী প্রয়োজন আছে বিশেষভাবে রাজধানী বা সেরূপ বড় বড় শহরে। তাই এরূপ প্রয়োজন পূরণের জন্য সেসব স্থানে দ্রুত কিছু একটা করা দরকার।

নীরব প্রার্থনা মানুষের জীবনের পথ দেখাতে বা খুলে দিতে পারে, অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। মানুষের শক্তি যেখানে সীমিত প্রার্থনার শক্তি যেন সেখানে সফলতার দিগন্তের হাতছানি দিতে পারে। মানুষ খুঁজে পাবে নতুন পথ-দিশা, নতুন জীবন। তাই তাদের কিছু কিছু স্থান দরকার যেন তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন বাস্তবতায়, কর্মক্লান্তিতে, হতাশা, নিরাশায়, কোন বিশেষ বিশেষ সময়ে, দিনে, উপলক্ষে যিশুর মত *(মার্ক ১:৩৫)* কোন স্থানে যেতে ও প্রার্থনা করতে পারেন, যিশুকে ডাকতে ও তাঁকে ধন্যবাদ দিতে পারেন।

আমাদের দেশের মানুষ তীর্থ, আশ্রম, অনানুষ্ঠানিক প্রার্থনা বেশ পছন্দ করেন, ভালবাসেন। ব্যস্ত সময়ে প্রার্থনা হতে পারে মানুষের আরাম, সান্তনা, শক্তি, ভরসা, আনন্দ, বন্ধুত্ব, বিশ্রাম, প্রশান্তি ইত্যাদি। তারা বহু বার ঈশ্বরকে প্রাণের কথা বলতে চান, যিশুর কথামত তারা জীবনের বোঝা নামিয়ে দিয়ে বারবার "প্রাণের আরাম" পেতে চান; কোথায়, কার কাছে সেসব বলবেন আর প্রাণের আরাম পাবেন? পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আন্নার কথা পড়ি যিনি মন্দিরে গিয়ে সন্তান কামনায় প্রাণ খুলে প্রার্থনা করেছিলেন। ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনে তাকে এক সন্তান দান করেছিলেন।

এজন্য সুযোগ সুবিধা বুঝে কিছু কিছু স্থান, কেন্দ্র রাখা দরকার যেন মানুষ মনের তাগিদে সেখানে যেতে পারেন, নিজের প্রয়োজনে সেখানে গিয়ে নীরবতায়, বিশ্রামে কিছু সময় কাটাতে পারেন। আমার ব্যক্তিগত মতে শহরে এরূপ স্থানের অনেক প্রয়োজন রয়েছে-কিছুটা প্রার্থনার কেন্দ্রের মত- আর তা মানুষের জন্য অনেক উপকারী হতে পারে। যারা একা কোন প্রার্থনা করতে চান, কোন বিশেষ কৃপা যাচ্না করেন, যারা কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে চান তারা সেখানে যেতে পারবেন। অনেক সময় বয়স্করা, যারা বেকার, যারা সমস্যাগ্রস্ত, জীবন পরিবর্তন প্রত্যাশী, নিরাশ, হতাশ প্রভৃতি মানুষ সেখানে যেতে ও প্রার্থনা করতে পারবেন- নিজেরা শক্তি অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবেন। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

যিশু তার জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে নিজে বারবার নির্জন স্থানে, পাহাড়ে একা সময় কাটিয়েছেন ধ্যান-প্রার্থনায়, শিষ্যদের এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন: তোমরা নির্জন স্থানে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। শহরের ব্যস্ততায়, শব্দে, ব্যস্ততায়, জটিলতায়, চাপে, অস্থিরতায় এর অনেক প্রয়োজন। অনেক মানুষ মনের তাগিদে, টানে, সমস্যায়, জটিলতায়, পরামর্শের আশায়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে সেখানে যেতে আর নানা উপকার পেতে পারবেন। মানুষ যেন মনের তাগিদে-টানে আত্মার প্রয়োজনে, যেকোন সময়, মুক্তভাবে, সহজে কোন বাধা ছাড়া সেখানে যেতে পারেন সেটি এক বড় বিষয়। এর জন্য এক সহজ, সাধারণ বিশ্রামের প্রার্থনার স্থান দরকার। মানুষের প্রয়োজন হল এক বড় বিষয়-প্রোগ্রাম করে সময়সূচী অনুসারে নয়- মানুষ তার প্রয়োজনে, প্রাণের ইচ্ছায় সেখানে যাবেন যখন খুশী তখন। মানুষের জন্য সেটি অনেক সহজ, অনুপ্রেরণা দানকারী হবে।

সেখানে মানুষের সহজ, অবিরাম পালকীয় দিক, সেবা যত্নের দিক প্রথম দেখতে ও বিবেচনা করতে হবে। এমন স্থানে করতে হবে যেন প্রয়োজনে পড়া মানুষ সহজে, বিনা দ্বিধায়-বাধায় যে কোন সময় সেখানে যেতে পারেন। সেখানে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের প্রার্থনায় সহায়তা করতে পারেন পাশে থেকে তাদের কথা শুনতে পারেন, তাদের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। সেখানে নানা পরামর্শ দেবার পাশাপাশি পাপস্বীকার শোনবার উপযুক্ত ব্যক্তি থাকা প্রয়োজন। মাঝে মাঝে সেখানে নির্জনধ্যান, নীরবতার প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ, উপদেশ, উদ্দীপনা-অনুপ্রেরণা সভা, নিরাময় সভা, পবিত্র সংস্কারের আরাধনা প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে মানুষ যিশুর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ক'রে শক্তিশালী হয়ে, নবায়িত হয়ে নিজ জীবনে ফিরে যেতে পারেন।

তেজগাঁও জপমালা রাণীর গির্জায় আরাধনালয়ের কথা মনে রাখতে হবে। মানুষ যেন তা অন্তর থেকে সহজে ব্যবহার করতে পারেন। সেজন্য এ স্থান বিষয়ে প্রচার করা, সেখানে নানা পালকীয় সহায়তা দেয়া, সব কিছুর সহজ ব্যবস্থা করা যেন মানুষ সহজভাবেই সেটি ব্যবহার করতে পারেন।

বর্তমান শহরে অসহায় মানুষদের প্রতি পালকীয় যত্নের এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দিক বলে মনে হয়। যিশু নিজেই *(মথি ১৮:১২-১৪)* সরল, অনভিজ্ঞ মানুষের প্রতি পালকীয় যত্ন, মমতা ও ভালবাসার কথা বলতে গিয়ে পথ হারানো একটি মেষ খোঁজার কথা বলেছেন। এ বিষয়ে কিছু না করা হলে মনে হয় যিশুর এ আদর্শ ও শিক্ষা অবজ্ঞা করা হবে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। আশা করি বর্তমান এ কঠিন সময়ে মণ্ডলীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভক্তদের জীবনের পালকগণ তাই এর জন্য ব্যাপক চিন্তা ক'রে একটি ব্যবস্থা নিতে গুরুত্বসহ বিষয়টি দেখবেন। মানুষের আত্মার ক্ষুধা দূর করতে, জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে তাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও সহায়তা দিতে এটি এক অসামান্য ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার ধারণা।

২। পরিবারে, গ্রামে, সমাজে প্রার্থনা-মন্দির নির্মাণ

আমি বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট ভজনালয় দেখেছি। সেসব দেখে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব ভাল লেগেছে। যিনি বা যারা যেভাবেই সেসব করুন না কেন তাদের সেজন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। অনেকের বাড়ীতে, গ্রামে সেটির নানারূপ ব্যবহার আছে। যেমন অনেক স্থানে প্রার্থনা গৃহ থাকে যেন স্থানীয়রা বা কোন কোন সময়ে অনেকে প্রাণের টানে, প্রয়োজনে ধ্যান-প্রার্থনায় সেটি ব্যবহার করতে পারেন। সেটি শুধু সেখানকার সৌন্দর্য বা মর্যাদা নয়, তা শুধু বন্ধ ক'রে রাখার জন্য নয়। সেখানে গিয়ে ভক্তরা যিশুর সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারেন, মনে প্রাণে শক্তিশালী হয়ে নতুনভাবে কাজ ও জীবন শুরু করতে পারেন। স্থানীয়রা সেখানে নীরবে বিশ্রাম নিতে পারেন, প্রার্থনা করতে পারেন যেভাবে যিশু নিজে *(লুক ৪:৪২)* বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে নিরিবিলিতে থাকতেন, করতেন। "পরের দিন সকালে, ভোরের অনেক আগেই উঠে যিশু বেরিয়ে পড়লেন। নির্জন একটি জায়গায় গিয়ে তিনি সেখানে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন *(মার্ক ১:৩৫)*।" গ্রামের

অনেক মানুষ সন্ধ্যায় বা কোন বিশেষ দিনে, উপলক্ষে, কারণে সেখানে সমবেত হয়ে ধ্যান-প্রার্থনা, শিক্ষা-সমাবেশ, সামাজিক আলোচনা প্রভৃতি করতে পারেন যেভাবে যিশুর সময়ে ইহুদীদের স্থানীয় মন্দির- সমাজগৃহে *(মথি ৪:২৩; লুক ৪:১৬; শিষ্যচরিত ১৫:২১)* করা হত। সংশ্লিষ্টরা নিয়মিত সেখানে বাতি জ্বালাতে পারেন তা পরিষ্কার ক'রে সুসজ্জিত ক'রে রাখতে পারেন। যারা রবিবারে কোনভাবেই গির্জায় যেতে পারেন না, যারা প্রবীণ, দুর্বল, সমস্যাগ্রস্ত, প্রতিবন্দী তারা সময় সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে বা সন্ধ্যায় তাদের সুবিধামত সময়ে, কাজের ফাঁকে বা অবসরে এখানে ব্যক্তিগতভাবে ধ্যান প্রার্থনা বা সুযোগ থাকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা, বাইবেল পাঠ, ব্যক্তিগত ধ্যান, ভজন, কীর্তন, গান-ধ্যান প্রভৃতি করতে পারেন। এভাবে এটি যেন গ্রামের প্রাণকেন্দ্র হয়, সবার একতা, আশা, বিশ্বাস, ভালবাসার ঠিকানা হয়, মানুষের জীবন নবায়নের এক কেন্দ্র হয়। এজন্য ভাল প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, আলোচনা, চিন্তা, যোগাযোগ, সহযোগিতা প্রভৃতি প্রয়োজন। আমি বিভিন্ন স্থান এরূপ দেখেছি- এসব আরো বাড়াতে হবে স্থানে কাল পাত্র অনুসারে।

আমি একটি গ্রামের কথা জানি যেখানে গ্রামের লোকেরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাদের গ্রাম্য প্রার্থনা-গৃহে সমবেত হন আর নিয়মিত প্রার্থনা করেন। বিশেষভাবে শনিবারে সন্ধ্যায় মারীয়া দলের নেতৃত্বে সেখানে মালা প্রার্থনা করা হয়, রবিবারের উপাসনার জন্য সমবেত প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ গ্রামটি যেন আশে পাশের মানুষের অনুকরণীয়।

বিভিন্ন স্থানে নানারূপ প্রার্থনা-গৃহ আছে। আমার মনে হয় যেখানে বা যাদের সামর্থ রয়েছে সেখানে, তাদের দ্বারা এসব নির্মাণ আরো বাড়াতে হবে স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে। পুরাতন গ্রাম, যেখানে বেশি পরিবারের বসবাস, বড় খ্রিস্টান সমাজ আছে, বেশি মানুষের আনাগোনা হয় সেরূপ স্থানগুলিতে এরূপ কিছু করা বেশি উপকার আনতে পারবে বলে আমার মনে হয়। তবে বিশেষ কথা হল সাথে সাথে সেসব ব্যবহার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হতে হবে। পরিবারের, গ্রামের, সমাজের সকলের জন্য প্রার্থনা করার এটি সর্বদা বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

প্রার্থনা ছাড়া আমাদের যেন আর কোন অবলম্বন নেই। প্রার্থনা অনেক শক্তিশালী- যেখানে মানুষের শক্তি সামর্থ নেই, মানুষ কিছু করতে পারে না, সেখানে আমরা প্রার্থনা দিয়ে অনেক কিছু করতে পারি, সমান্তরালভাবে। প্রার্থনা তীরের মত লক্ষ্য ভেদ করে। সেজন্য বিভিন্ন সমস্যা জটিলতায় অনেক প্রার্থনা করতে হবে। সকালে প্রার্থনা হতে পারে দিন শুরু করার চাবিস্বরূপ আর রাতে তা হতে পারে বন্ধ করার তালাস্বরূপ। বর্তমানে জটিলতা, সমস্যা অনেক বাড়ছে, রোগ বাড়ছে তাই আরো বেশি প্রার্থনা করতে হবে, অনেককে প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকারও করতে হবে। যিশু নিজেও প্রার্থনা *(লুক ৬:১২; ৯:২৮)* ও উপবাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রার্থনা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। নিরাশ না হয়ে সর্বদা প্রার্থনা চালিয়ে যেতে হবে উত্তর না পেলেও *(লুক ১৮:৩-৫ বিচারক ও বিধবার উপমা কাহিনী)*- ঈশ্বর তাঁর সময় ও ইচ্ছা অনুসারে একদিন উত্তর দিবেন, প্রার্থনানিষ্ঠ ভক্তের দিকে মুখ তুলে চাইবেনই *(লুক ১৮:৭-৮)*। প্রার্থনায় আমরা জীবন চাইলেও ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছামত জীবন দিবেন বা নিবেন। অনেক টাকা বা জিনিস দিয়েও আমরা কিছু করতে পারব না। সেজন্য ত্যাগস্বীকারসহ ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়ে সাধনা করতে হবে, সকলে মিলে অনেক প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বর সমবেত প্রার্থনা শুনবেন। "তোমাদের মধ্যে দু'জন যদি এ পৃথিবীতে কোন কিছুর-জন্যে একমন হয়ে প্রার্থনা জানায়, তাহলে আমার স্বর্গনিবাসী পিতা তাদের সেই প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন; কেন না দু'তিনজন লোক আমার নাম নিয়ে যখন যেখানে মিলিত হয়, আমি সেখানেই আছি, তাদের মাঝখানেই আছি *(মথি ১৮:১৯-২০)*।" তাতে মানুষের প্রার্থনার মনোভাব, ভক্তি ও পারস্পরিক একতা বাড়তে পারে॥

MOHAMMADPUR CHRISTIAN BAHUMUKHI SAMABAYA SAMITY LTD. DHAKA

92, Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207

Head Office: 01749-504449, Collection , Booth: 01942-045515,mcbssltdmirpur@gmail.com

১৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে ফাদার পিনোস ভবন (সেন্ট তেরেজা স্কুল) প্রাঙ্গণ, ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকায় অত্র সমিতির ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে সকাল ৮:৩০ মিনিটে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নিজ নিজ পরিচয়পত্র আইডি কার্ড/পাশ বই এবং বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্যে সকল সদস্য সদস্যাদের বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে কোরামপূর্তি লটারী ও খাদ্য কুপন সংগ্রহ করার জন্য সদস্যদেরকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

স্বপন এক্কা
সম্পাদক
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

অনুলিপিঃ
১। সভাপতি/সহ-সভাপতি/ট্রেজারার, মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা
২। জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা জেলা, ঢাকা
৩। মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

বিজ্ঞ/৩৫১/২২

খ্রিস্টবিশ্বাস পরিপন্থী ওয়ানগালা

ফাদার পিটার রেমা

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমনগরে অনুষ্ঠিত, ভাতিকান মহাসভা, বিশ্বের কাথলিক বিশ্বাসীদেরকে খ্রিস্টবিশ্বাসের অনুকূল তাদের স্থানীয় কৃষ্টির উপাদান গুলোকে মাণ্ডলিক উপাসনায় অন্তর্ভূক্ত করার নীতিগত অনুমতি দিয়ে উপাসনাকে সংস্কৃত্যায়ন করার সুপারিশ করেছে (ভাতিকান, উপাসনা #৩৭)। এই সুপারিশের কারণেই, প্রচলিত ল্যাতিন ভাষায় উপাসনা করার বদলে, সারা বিশ্বে বর্তমানে কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যার যার মাতৃভাষায় উপাসনা করছে এবং তাদের স্ব স্ব কৃষ্টির উপাদান গুলোকেও ব্যবহার করছে, যথা, বাংলাদেশে ধূপদানের সময় মণ্ডলীর প্রচলিত থুরিবল-এর বদলে ভারতীয় কৃষ্টি অনুসারে আরতি ব্যবহার করছে। কারণ পরমেশ্বরতো কোন বিশেষ জাতি-গোষ্ঠির ঈশ্বর নন, তিনি সকলেরই ঈশ্বর, সর্বজনীন *(রোম ৩:২৯)*। ভাতিকান মহাসভার সুপারিশের ভিত্তিতে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অধীনে থাকা কালে মাণ্ডলিক উপাসনাকে মান্দি সংস্কৃত্যায়নে নিয়োজিত ময়মনসিংহ মান্দি লিটারজি সাব-কমিশনের উদ্যোগে, মান্দি পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ধর্মীয় উৎসব ওয়ানগালাকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র অনুমোদনে, মণ্ডলীর পুজন বর্ষের নভেম্বরে সমাপণ, খ্রিস্টরাজার পর্বে অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়াত এমপি শ্রদ্ধেয় প্রমোদ মানখিনের প্রস্তাবে "খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালা-রাজোৎসব" নামে এই পর্বের পালন শুরু হয় বিড়ইডাকুনি ধর্মপল্লীতে, বাংলাদেশ কাথলিক উপাসনা কমিশনের জেনারেল সেক্রেটারি প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার ফ্রান্সিস সিমা কতৃক শুভ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে।

মান্দি পিতৃপুরুষদের কৃষিপঞ্জির সমাপন মাস হ'ল অক্টোবরের অর্ধেক থেকে নভেম্বরের অর্ধেক পর্যন্ত।তাই তারা এই দু'মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন ফসল তোলার পর, তাদের ধন্যবাদের ধর্মীয় উৎসব "ওয়ানগালা" পালন করতেন। তাদের সীমিত আত্মিক জ্ঞানানুসারে, তাদের জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় বস্তু ও খাদ্য-দ্রব্য দানকারী, বিশ্ব-প্রকৃতির স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তা হ'লেন এক দেবতা, যাকে মিসি সালজং নামে তারা অভিহিত করেন। সেই দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্যই এই ওয়ানগালা ধন্যবাদোৎসব পালন করা হ'ত। ওয়ানগালা মূলত: মান্দি পিতৃপুরুষদের একটি ধর্মীয় উৎসব।

পবিত্র শাস্ত্রানুসারে স্বর্গ-মর্ত্যের এবং দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর একমাত্র স্রষ্টা হ'লেন ঈশ্বর নিজে, অন্য কোন দেবতা নয়। সেই ঈশ্বরই একমাত্র স্বর্গ-মর্ত্যের, সমগ্র সৃষ্টির এবং বিশ্ব ইতিহাসের সর্বেসর্বা স্রষ্টা ও প্রভু। তিনি সমস্ত কিছুরই একমাত্র স্রষ্টা ও লালন-পালন কর্তা হওয়ায় তাঁকেই যথার্থ শ্রদ্ধা ও স্তুতি-নৈবেদ্য নিবেদন করা সবার স্বাভাভিক নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য। বিশ্বে আত্মপ্রকাশী ইস্রায়েল জাতির পিতৃপুরুষ, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশ্বর এবং জগতত্রাতা যিশু খ্রিস্টের পরম পিতাই, বিশ্ব স্রষ্টা, একমাত্র ঈশ্বর ও প্রভু। এই ঈশ্বর যাকে দিয়ে, যার উদ্দেশ্যে এ বিশ্ব জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং টিকিয়ে রেখেছেন, তিনি হ'লেন তাঁরই পরমপুত্র, যিশুখ্রিস্ট *(কল:১:১৫-১৯; যোহন ১:১-৩)*। বিশ্বের পাপী মানুষ ও বিশ্বসৃষ্টিকে পরিত্রাণ ও সুশৃঙ্খলায় আনার জন্য পরম পিতা ঈশ্বর, যিশুকে এ জগতে পাঠিয়েছেন। তিনি ইহুদি সমাজ ও ধর্মের ভণ্ড নেতাদের হিংসার শিকার হন, অন্যায় ক্রুশমৃত্যু দণ্ড পান। স্বেচ্ছায় তিনি অন্যায় ক্রুশ মৃত্যুদণ্ডটি গ্রহণ করেন জগতের পাপী মানুষ ও বিশ্বসৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মৃত্যু দ্বারা, মানুষ ও সমস্ত সৃষ্টির উপর মৃত্যুর ক্ষমতাকে তিনি ধ্বংস করলেন এবং পুনরুত্থান দ্বারা সমস্ত মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টির জীবনের বিজয় আনলেন এবং সকলকে তাঁর পরম পিতার সঙ্গে পুর্নমিলিত করলেন। তাঁর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের পর, পরমেশ্বর তাঁকে স্বর্গে ও মর্ত্যে পূর্ণ অধিকার দিলেন *(মথি ২৮:১৮)*। যিশু, তাঁর স্বর্গারোহণের প্রাক্কালে তাঁর বিশ্বাসী ভক্তদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, জেরুশালেম থেকে শুরু করে যুদেয়া, সামারিয়া ও পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিশ্বের সকল জাতির মানুষের কাছে তাঁরই নামে ঐশপরিত্রাণের মঙ্গলবাণী পৌছাতে *(প্রেরিত ১:৬-৮)*। তাঁর রেখে যাওয়া বিশ্ব পরিত্রাণের কাজকে পূর্ণ করার জন্য, তাঁদেরকে শিক্ষা, গঠন, অনুপ্রেরণা, শক্তি যোগাতে ও পথ দেখাতে তিনি তাঁদের সহায়ক ও সঙ্গী হ'তে পরম পিতার সঙ্গে একাত্মে পবিত্রাত্মাকে পাঠালেন *(যোহন ১৪:১৫-১৭,২৫-২৬; প্রেরিত২:১-৪)*। বিশ্বের সকলকে পরিত্রাণের পথে আনার ঈশ্বরের হাতিয়ার হতে পবিত্রাত্মার পরিচালনায় নিজেদেরকে খ্রিস্টযিশুর স্বরূপে গড়ে ওঠার জন্য খিস্টবিশ্বাসীদেরকে পরমেশ্বরের পরিত্রাণদায়ী নিরাময়, নবায়ন ও পুনর্মিলনের উপস্থিতির কাছে উন্মুক্ত থাকতে আহ্বান করা হয়েছে, যেন তিনি তাঁদের মধ্যদিয়ে বিশ্বের শত্রু-মিত্র, জাতিচ্যুত, নগণ্য, সম্মানিত, ধনী-গরীব, পাপী-ধার্মিক নির্বিশেষে সকলকে নিরাময়, নবায়ন ও পুনর্মিলিত করতে পারেন। খ্রিস্ট যিশুকে যখন মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করার মধ্যদিয়ে স্বর্গ-মর্তের একমাত্র ত্রাণকর্তা ও প্রভু রূপে স্বয়ং পিতা ঈশ্বর অভিষিক্ত করেছেন, তাই তাঁর দ্বারা সাধিত পরমেশ্বরের পরিত্রাণের বার্তাকে সর্বত্র পৌছাতে সবকিছুকে খ্রিস্টযিশুর নামে করতে এবং তাঁরই মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে শাস্ত্রে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এই ঐশনির্দেশ প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর কাছে একান্ত প্রণিধানযোগ্য *(কল ৩:১৬-১৭)*।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সকল মানুষ ও বিশ্বসৃষ্টিকে পরমেশ্বরের পরিত্রাণ করার দৃঢ় ইচ্ছার আলোতেই খ্রিস্টরাজার পর্বে ওয়ানগালাকে রূপান্তর করা হয়েছে। এই রূপান্তরের মূল লক্ষ্যটি হ'ল: সমগ্র মানব জাতির ও বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র প্রভু যে, জগতত্রাতা যিশু, সেই সত্যকে তুলে ধরা এবং তাঁরই মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যদিয়ে নিত্য জীবন-যাপনের অব্যাহত যাবতীয় দানের জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসহ বিশ্বমানব জাতি ও সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁরই কাছে সার্বিক কল্যাণ ও পরিত্রাণার্থে উৎসর্গ করা। সময়ের দিক্‌দিয়ে মান্দি পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্যবাহি কৃষিপঞ্জির সমাপন মাস ও মহা পর্ব ওয়ানগালা মণ্ডলীর পূজনবর্ষের সমাপন মাস ও মহা পর্বই খ্রিস্ট রাজার পর্ব এবং স্বর্গে ও মর্তে খ্রিস্টযিশুর সর্বময় প্রভুত্বকে তুলে ধরার অনুকূল হওয়ায়, 'খ্রিস্টরাজার ওয়ানগালা রাজোৎসব' নামে দুটি পর্বের রূপান্তরিত উৎসব উদ্‌যাপন স্বাভাবিকই হয়েছে।

আমাদের মণ্ডলীতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব আছে। অতীতে সেগুলো একেক জাতির জাতীয় পৌত্তলিক পর্বই ছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয়করণ করা হ'লে সেগুলো এখন মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ পর্বে পরিণত হয়েছে এবং খ্রিস্টের পরিত্রাণের মঙ্গলবার্তার বাহকের রূপ ধারণ করেছে। যথা, পৌত্তলিক রোমানদের সূর্যদেবতার জনপ্রিয় জন্মদিন, ২৫ ডিসেম্বরটি, বিশ্বজগতের আলো যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে রূপান্তরিত হ'লে, সেটি এখন সারা বিশ্বে তাঁর পরিত্রাণদায়ী গুরুত্বপূর্ণ জন্মবার্তার বাহকে পরিণত হয়েছে। তদ্রূপ,আগমনকালে মণ্ডলীতে খ্রিস্টের জন্মদিন পর্ব পালনের আগে যে- চারসপ্তাহ যাবত মোমবাতি জ্বালিয়ে যিশুর জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেই কৃষ্টি অতীতে পৌত্তলিক স্ক্যাণ্ডেনেভিয় জাতিরই কৃষ্টি ছিল। তারা তাদের দেশে কয়েক মাস দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, আলোর দেবতা, সূর্যের শীঘ্র আগমনের প্রতীক্ষায় থাকত। তাঁর আগমন যেন দ্রুত ঘটে, তাই তারা গাড়ীর চাকাকে লতাপাতা দিয়ে সাজিয়ে ঘরের চালে ঝুলাতো এবং মোমবাতি জ্বালিয়ে সূর্যদেবতাকে আহ্বান করত। কিন্তু আজ সেই জাতির কৃষ্টিটিকে খ্রিস্টীয়করণ করাতে, জগতের আলো খ্রিস্টের জন্মদিনের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির উপায়ে পরিণত হয়েছে। খ্রিস্টরাজার পর্বে, মান্দিদের পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালার খ্রিস্টীয়করণ, খ্রিস্টের মঙ্গলবার্তার গুরুত্বপূর্ণ বাহক হ'তে পারে তা সুনিশ্চিত, যদি এর খ্রিস্টীয়করণের মূল লক্ষ্যকে অক্ষুন্ন রেখে পালিত হয়। এতে বিশ্বজনীন কল্যাণে মান্দি জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও খ্রিস্ট প্রভুর গৌরব হবে। খ্রিস্টরাজার পর্বে ওয়ানগালার খ্রিস্টীয়করণের মূল লক্ষ্যকে বিশ্বমানবজাতি ও সৃষ্টির কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য বাস্তবায়িত করার প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর, বিশেষভাবে মান্দি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এক অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য॥ (চলবে)

কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠান

শিবা মেরী ডি'রোজারিও

ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা– এই মূলসুর নিয়ে বেসরকারি সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেছে। ১২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠান অয়োজিত হয় ঢাকাস্থ নটর ডেম কলেজ প্রাঙ্গণে।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সম্মানিত অতিথি ছিলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি।

সকাল ৯টায় এক আনন্দ শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে দিনব্যাপি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর জাতীয় পতাকা ও কারিতাস পতাকা উত্তোলন, ফেস্টুন সহকারে বেলুন ও শান্তির প্রতীক পায়রা উন্মুক্তকরণ, স্টল উদ্বোধন, জুবিলি স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন, অতিথিদের শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান, কারিতাস পদক প্রদান, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও বলেন,"শুরুতেই আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করছি সেই সকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের যাদের হাত ধরে ৫০ বছর আগে কারিতাস বাংলাদেশের ভালবাসা ও সেবার যাত্রা শুরু হয়েছিল, যাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে কারিতাসের সেবা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে এবং সমাজের মানুষের হৃদয়ে ঠাঁই পেয়েছে এবং বছরব্যাপী উদ্‌যাপনেও যারা সর্বদা নির্দেশনা দান করেছেন।"

এছাড়াও অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাননীয় সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং, আরমা দত্ত, গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, মস্সিনিয়র মেরিনকো এন্তলোভিক, চ্যার্জ দা এফেয়ার্স, নিতাই চন্দ্র দে, পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, তপন কুমার বিশ্বাস, পরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ রিচার্ড স্লোমান, ক্যাফড, জ্যাকুলিন ডি'বরগোয়িং, কারিতাস ফ্রান্স, মার্ক ডি'সিলভা, সিআরএস, জনাব রাশেদা কে চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান, কারিতাসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ব্রাদার লরেন্স ডায়েস সিএসসি, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, কারিতাস এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিওসহ আরোও অনেকে।

প্রধান অতিথি ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেন, "কারিতাস মানে ভালোবাসা। এ ভালবাসা মানবতার জন্য যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। একাত্তরের যুদ্ধের পর দেশ গঠনে কারিতাসের ভূমিকা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচনে অসাধারণ অগ্রসর হয়েছে। আজকে কারিতাসের সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠান আমার খুবই ভালো লাগছে। কারিতাস শুধু আর্থ-সামাজিকভাবে কাজ করে নাই কিন্তু অবকাঠামো উন্নয়নেও কাজ করেছে। কারিতাস একটি সফল এনজিও। আমি কারিতাসকে অভিনন্দন জানাই। কারিতাস বাংলাদেশের সকল দাতাবন্ধুদের ধন্যবাদ জানাই।"

সম্মানিত অতিথি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই বলেন, "কারিতাস বাংলাদেশ তার নিজস্ব দর্শন অজর্নের লক্ষ্যে বাস্তবে কাজ করে যাচ্ছে। গোটা মানুষের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কারিতাস তার কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।"

বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি দুর্যোগকালীন সময়ে নেত্রকোনায় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করে বলেন, "দেশব্যাপি অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা কারিতাসকে অনন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।"

"বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সুবর্ণজয়ন্তী পালনের সাথে সাথে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) এবং কারিতাস বাংলাদেশও সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছে। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কারিতাসের অবদান আগামী পঞ্চাশ বছরেও অব্যাহত থাকবে, এই প্রত্যাশা করি"

বলেন বিশেষ অতিথি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক জনাব রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, "সারা বাংলাদেশে গ্রাম পর্যায়ে নেতৃত্ব বিকাশে জনসংগঠন গড়ে তুলেছিল কারিতাস। বাংলাদেশের উন্নয়ন সেক্টরে কারিতাস পথ প্রদর্শক, বাতিঘর। কারিতাস সরকারের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস এগিয়ে যাক এই কামনা করি।"

কারিতাস বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট খুলনার বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী বলেন, "কারিতাস, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর একটি অপরিহার্য অংশ এবং এটি মণ্ডলীর ভালোবাসাকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলে। কারিতাস তার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের সেবা ও ভালোবাসার প্রদানের মূলমন্ত্রকে মাথায় রেখেই তার পথ চলা অব্যাহত রেখেছে। যদি ফিরে দেখি, বিগত ৫০ বছরে সংগঠন হিসেবে কারিতাসের সেবা কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, কার্যক্রমের ধরন পরিবর্তন হয়েছে, কাজের গুণগত মানে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে, অনেক মানুষ সেবার আওতায় এসেছে এসব বিষয়গুলো যেমন সাফল্যের মাপকাঠি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান অসমতার বিষয়টি সামনে তুলে আনে। আমাদের পরিকল্পিত সার্বিক মানব উন্নয়নে আরো বেশি যত্নবান হতে হবে।"

প্রায় দুই হাজার মানুষের অংশগ্রহণে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীর জাতীয় পর্যায়ের সমাপনী অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে এক মিলনমেলা। এতে অংশ নেন বাংলাদেশের কাথলিক বিশপগণ, কারিতাস বাংলাদেশের সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, জনসংগঠন নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের নেতৃবৃন্দসহ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ।

কারিতাসের ৫০ বছর পূর্তিতে কারিতাসের বর্তমান ও প্রাক্তন কিছু কর্মকর্তা দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, কারিতাসের উন্নয়ন সহযোগী, জনসংগঠন নেতৃবৃন্দ, কর্মীদের পরিবারের সদস্য তাদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ৩টি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কারিতাসের কার্যক্রমের উপর বাস্তবায়িত ৩টি গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। তৃতীয় পর্বে কারিতাস কর্মীদের পরিবেশনায় দেশের উন্নয়নে কারিতাসের অবদান তুলে ধরা হয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্যদিয়ে। অনুষ্ঠানস্থলে ছিল কারিতাসের বিভিন্ন অঞ্চল ও সেক্টরের স্টল যার মাধ্যমে কারিতাসের কার্যক্রমে চিত্র তুলে ধরা হয়॥

উদারতা

স্বপ্না ত্রিপুরা

অপরকে ক্ষমা কর, তাহলে শান্তি অনুভব করবে
অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াও
আত্মতৃপ্তি পাবে।
তোমার মধ্যে যে দুর্বল দিকগুলো রয়েছে
তা পরিহার করতে চেষ্টা কর
বড়দের সম্মান প্রদর্শনে আশীর্বাদ পাবে
নীরবতার আধ্যাত্মিকতায় ফলপ্রসূতা
খুঁজে পাবে।

কবিকে খুঁজে পাই

দিপালী কস্তা

কবিকে খুঁজে পাই বাঁশির সুরে
কবিকে খুঁজে পাই বাংলার প্রতি ঘরে।
যেখানে শিশুরা কাটে ছড়া
রাজপুত্র চালায় পঙ্খিরাজ ঘোড়া।

কবিকে খুঁজে পাই ঝাঁকড়া চুলে
প্রকৃতি যখন ভরে উঠে ফলে ফুলে।

কবিকে খুঁজে পাই বিদ্রোহী গানে
সাম্যের বাণী যখন থাকে আমাদের প্রাণে।

কবিকে খুঁজে পাই যাত্রাদলে
লাঠিয়াল যখন একসাথে লাঠি খেলে।

কবিকে খুঁজে পাই বিরহের গানে
প্রেম তো হয় না কোন প্রতিদানে।

কবিকে খুঁজে পাই ভোরের শিউলি তলে,
যখন শিশুরা ফুল কুড়ায় দলে দলে।

কবিকে খুঁজে পাই পূর্ণিমা রাতে
প্রিয় মানুষটি যখন থাকে মোর সাথে।

কবিকে খুঁজে পাই আপন শৌর্যে
থাকি সদা আমি আপন ধৈর্যে।।

বিশপীয় পরিবার জীবন কমিশনের...

(১৩ পৃষ্ঠার পর)

ও সুপ্তি, যারা ঢাকার মিরপুর থেকে এসে যোগদান করেন এবং সহভাগিতা করেন প্রথমত: কাপলস ফর ক্রাইষ্ট মুভমেন্ট সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়ত: পবিত্র বাইবেলের বাণী অনুসারে ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে কী ভাবে দায়িত্বশীল পিতা-মাতা হিসাবে পরিবার গঠন ও পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর ৪র্থ উপস্থাপনা ছিল "পরিবার গৃহমণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ"। এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্রলয় এ ক্রুশ। সন্ধ্যাবেলা পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ।

তৃতীয় দিন উপস্থাপনা করেন সালেসিয়ান সিষ্টার যোসেফিন। তিনি খ্রিস্টীয় বিবাহ ও পরিবার জীবনে যে নানাবিধ সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ও তার বৃদ্ধির কারণ তুলে ধরেন। পরিবার জীবনে সমস্যা উত্তরণের জন্য কাউন্সিলিং বা সুপরামর্শ দানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারপর ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক এই সেমিনার ও পরিবার জীবন কমিশনে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে পরিবারের সেবায় কী কী করণীয় সে সম্পর্কে দলীয় আলোচনা করে ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে কিছু কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সবশেষে কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং সকলকে পরিবার জীবন কমিশনের আয়োজনে এই সেমিনারের শিক্ষা ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, গ্রাম ও নিজেদের পরিবার জীবনে প্রয়োগ করার অনুরোধ করেন। সেমিনারে সকল অংশগ্রহণকারী, সহায়তাকারী বিশেষভাবে বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসিকেও ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার জানান। একইসাথে তিনি ভাদুন সেন্টারের পরিচালক ও সকল কর্মীবৃন্দদেরও ধন্যবাদ জানান। এই সেমিনারে সর্বমোট ৫৯ জন অংশগ্রহণ করেন॥

প্রতিবেদন

বিশপীয় পরিবার জীবন কমিশনের জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার- ২০২২

ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা

বিশপীয় পরিবার জীবন কমিশন বিগত ৩-৫ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ৩ দিন ব্যাপি হলিক্রশ সেন্টার ভাদুন, গাজীপুরে জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারের মূলভাব ছিল "খ্রিস্টীয় বিবাহ ও পরিবার: পরিবারে ভালবাসা-আনন্দ ও মিডিয়ার যুগে দায়িত্বশীল পিতৃত্ব-মাতৃত্ব"। নভেম্বর ০৩ তারিখ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের পরিবার জীবন কমিশনের প্রতিনিধিগণ ভাদুন সেন্টারে এসে পৌঁছান। উদ্বোধন পর্বে অংশগ্রহণকারীদেরকে নৃত্য এবং রজনীগন্ধ্যা ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। কমিশনের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ প্রথমবারের সেমিনারে যোগদান করলে তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। তারপর পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারি ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তাসহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন। সভাপতি বিশপ মহোদয় পরিবার জীবন কমিশনের ধর্মপ্রদেশীয় সদস্যদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, পরিবার জীবন কমিশনের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মণ্ডলীতে এই সেবাকাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম বিশেষত বর্তমান সময়ে। তাই সকলকে মনোযোগী ও নিবেদিত প্রাণ হয়ে সেবাকাজ করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন তিনি। একই সাথে উক্ত কমিশনের বিদায়ী সভাপতি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তারপর ছিল পরিচিতি পর্ব। একে একে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ এবং পরিবার জীবন কশিনের সাথে আরো যারা সেবাকাজ করছেন যেমন সিএইচএনএফপি, কাপলস ফর ক্রাইষ্ট, ম্যারেজ এনকাউন্টার থেকে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা নিজের পরিচয় তুলে ধরেন। তারপর কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা তিন দিনের সেমিনারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকলের কাছে তুলে ধরেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের নিমিত্তে দিকনিদের্শনামূলক কিছু কথা বলেন। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের পক্ষে প্রভা লুসি রোজারিও। তারপর ছিল ধর্মপ্রদেশভিত্তিক দলীয় আলোচনা এবং ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে পরিবারের জীবন বাস্তবতা নির্ণয় করা এবং প্রতিবেদন পেশ করা। রাতের খাবারের পর ছিল "পিতা-মাতার ভাগ" শিরোনামে শিক্ষণীয় একটি নাটিকা প্রদর্শন।

সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে ১ম উপস্থাপনা ছিল "বিশ্ব পরিবার সভা-২০২২ খ্রিস্টাব্দ: খ্রিস্টীয় বিবাহ ও পরিবার জীবন"। পরিবার জীবন কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা উক্ত বিষয়ের উপর মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে বিশ্ব পরিবার সভায় আলোচিত মূল বিষয়গুলো সহভাগিতা করেন। পাশাপাশি সেখানে যোগদানের বাস্তব অভিজ্ঞতাও সহভাগিতা করেন। সেই সাথে খ্রিস্টীয় বিবাহ কী এবং মাণ্ডলিক শিক্ষায় পরিবার জীবন সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল, মাণ্ডলিক শিক্ষা, বিশেষ করে পারিবারিক মিলন বন্ধন, পরিবারে ভালবাসা মণ্ডলীর আনন্দ, মানব জীবন, পরিবার গৃহমণ্ডলী এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জপূর্ণ বাস্তবতায় কী ভাবে খ্রিস্টীয় বিবাহিত ও পরিবার জীবন খ্রিস্টের শিক্ষা ও আর্দশে জীবন-যাপন করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থাপনার পরে মুক্তালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছু সময় দেয়া হয়। ২য় উপস্থাপনা ছিল "পরিবার জীবন বিষয়ক মণ্ডলীর চিন্তা-ভাবনা ও আমাদের করণীয়"। পরিবার জীবন কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এই বিষয়ের উপর বাস্তব জীবন ভিত্তিক উপস্থাপনা করেন। তিনি আমাদের দেশে, বিশেষ করে খ্রিস্টীয় পরিবারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় মণ্ডলী পরিবার জীবন নিয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষা দান করেন এবং কী ভাবে সেই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে পরিবারগুলো খ্রিস্টীয় আর্দশে জীবন-যাপন করতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বিকালে ৩য় অধিবেশনে কাপলস ফর ক্রাইষ্ট এর একজোড়া দম্পতি মি ও মিসেস আন্তনী

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জীবনের গহীন বালুচরে

সুনীল পেরেরা

কাইশাখালির মক্তবের পাশ দিয়ে মেঠো পথটা সোজা গিয়ে টেংরা গাঙ্গের তলায় ডুবেছে। শুকনো মৌসুমে কোন কোন এলাকায় হাঁটু জল থাকলেও বর্ষায় নদীর রূপ খুলে যায়। বৃষ্টির দরুণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জল বাড়তে বাড়তে চর পর্যন্ত ডুবে যায়। তখন স্রোতের টানে নৌকার হাল ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়। নদীর এ পাড়ে চৌমাথার মোড়ে শকুন চেহারার হার ঝিরঝিরে নাঁকা বুড়োর টোন দোকান। ওপারে কাইশাখালি গঞ্জের বাজার। বুড়োর নাম নিবারণ। তবে সবাই তাকে নিবু দাদু বলেই ডাকে।

নদীছোঁয়া দোকান তাই রাতদিন পারাপারের লোকজন থাকেই। বুড়ো নাঁকানাঁকা গলায় কাঠ কাঠ কথা বলে। আবার বালখিল্য রসিকতায় পাক্কা কথক। ভূ-ভারতের শুধু নয়, বিশ্বের অনেক রাজা বাদশা আর নামীদামী মানুষের রসালো কিস্‌সা তার পেটের আর্কাইভে রিজার্ভ করা আছে। সকাল বিকাল চায়ের আসরে এসব কিস্‌সা কাহিনী গল্পের ন্যায় অনর্গল সম্প্রচার হতে থাকে তার ক্যানক্যানে গলার চ্যানেল থেকে। চা বানাতে বানাতে পান মুখে এসব গাল গল্প পেয়ালার চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এ জন্যই সকাল-বিকেলের সোনারোদে তার দোকানে চা খাওয়ার হাট বসে যায়। পারাপারের লোকেরাও ক্ষনিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুড়োর রসগল্প উপভোগ করে হাসতে হাসতে নৌকায় উঠে যায়।

বুড়ো ক্ষয়-কাশের রোগি। তাই সারাক্ষণ খকখক্ করে কাশে যক্ষা রোগির মত। কাশতে কাশতে যখন মুখে ফেনা উঠে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হয় তখন তার দশ-বারো বছরের নাতিটা ভেজা হাতে দাদুর মাথায় তিন চার বার চাঁটি মারে। নাতির কায়দা করে চাঁটি মারার স্টাইল দেখেও লোকেরা তৃপ্তির হাসিতে ফেটে পড়ে। বুড়ো তখন দলাদলা কফ্ ফেলতে ফেলতে পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে যায়। নিবু দাদুর বয়স এখন সত্তর ছাড়িয়েছে। জীবনে ঘর সংসার করেনি। কবে কখন এ এলাকায় এসে নদীর পাড়ে দোকান দিয়ে বসতি করেছে এখন কেউ আর সে প্রশ্ন করে না। কাইশাখালি গ্রামের নিবারণ দেউড়ি এখন এলাকার ভোটার। নির্বাচনে তার দোকানেও ছোটখাটো জনসমাগম হয়। তখন বিক্রি-বাট্টা অনেক বেড়ে যায়। এ সময় কেউ আর তাকে নাঁকা বুড়ো বলে না। চেয়ারম্যান, মেম্বার প্রার্থীরাও বিনয়ের সাথে তাকে মুরুব্বি বলে সম্বোধন করে। তার দোয়া আশীর্বাদ কামনা করে।

বুড়োর নাতিটাও তারই মত বানেভাসা মানুষ। খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে তার দোকানে এসে নোঙ্গর ফেলেছে। নদী ভাঙ্গা সরকারি পতিত জমিতে দোকান, যে কোন সময় সরকারি লোকেরা উচ্ছেদ করতে পারে। বুড়ো যাবেই বা কোথায়। দোকানে যৎ সামান্য বেচাকেনা, তা দিয়ে তারই চলে না। বাড়ি করবে কি দিয়ে? একদিন ভোর রাতের বৃষ্টির পর দোকানের ঝাপ খুলতেই দেখে টোনের নীচে মাটিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে। পড়নে ময়লা হাটুরে প্যান্ট আর গায়ে ছিটকাপড়ের ছেড়া শার্ট। কোমড়ে কালো সূতোয় বাধা একটা চাবি। এলেবেলে ধরনের চেহারা। অনাহারি শুকনো মুখ। বুড়ো কিছু না বলেই দ্রুত নদীতীরে চলে যায়। প্রাতকালীন সব কর্ম সেরে এসে দেখে তখনো ঘুমুচ্ছে। জোরে ধমক দিতেই সে চরম বিরক্তিতে উঠে বসে। চোখে তখনো ঘুম ঘুম ভাব কাটেনি। এরই মধ্যে বুড়ো বকবক শুরু করে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে ছেলেটা উঠে এসে দোকানের সামনে দাঁড়ায়। সশব্দে স্টোভের উপর কেটলিতে জল ফুটছে। কয়েক চামচ চা কেটলিতে দিতে দিতে রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করে, নাম কি? বাড়ি ঘর আছে না....।

বুড়োর কথা শেষ না হতেই ছেলেটা যে কি বলল কিছুই বোঝা গেল না। বুড়ো বিরক্তিতে দ্বিতীয়বার বলে, নাম জিগাইছি না? ছেলেটা এবার গলিত মোমবাতির ন্যায় একটু বেঁকে বিনীতভাবে বলে, পলাশ। তয় বাপে আমারে ডাহে পলা।

-বুঝলাম। ত আমার দোহানে আইছস ক্যান?

-ক্ষিদা লাগছে। দুইদিন ধইরা খালি পানি খাইয়া থাকছি। রাইতে বিষ্টি নামছে তাই আপনের দোহানের নীচে ঘুমাইয়া রইছি।

-তর ক্ষিদা লাগছে ত আমি কি করুম? আমি কি তর বাপ না ঠাকুর্দা? বুড়ো রাগে তেতে ওঠে। হাত থেকে চায়ের চামচটা কেটলিতে পড়ে যায়। এমনিতেই খিটখিটে মেজাজের মানুষ তার মধ্যে সাতসকালেই এই ঝামেলা। এখনো বিক্রিবাট্টা হয়নি। বউনি না হতেই ভিক্ষার হাত।

পলা এবার গলার স্বরটা কিঞ্চিত বাড়িয়ে বলল, কি করুম বাপে খেদাইয়া দিছে। কেউ বাচ্চা বইলা কাম দিবার চায় না, তাইলে বাঁচুম কেমতে? ঝানু বুড়ো একটা চোখ সরু করে পলাকে নিখুঁতভাবে দেখল এক নজর। এবার নাকের পাটা ফুলিয়ে বলল, মরজ্বালা-আমি কি ভগবান? তুই কেমতে বাঁচবি হেইডা আমি কি জানি। যা ভাগ।

পলা তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে পরম আত্মবিশ্বাসে। নিজের জন্য এক কাপ চা বানাতে বানাতে আঁড় চোখে তাকায় পলার দিকে। এবার বুড়ো চম্‌কে ওঠে। তার মনে হয় কেউ যেনো একটু আগে ছেলেটির মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। সত্যি সত্যি দু'দিন অনাহারি মানুষের মুখে তো ক্ষুধার প্রতিচ্ছায়া থাকবেই। হাড় কিপ্‌টে বুড়ো জীবনে সংসার করেনি বটে কিন্তু অন্তরে দয়মায়ার মানবীয় স্বভাবটা তো একেবারে মরে যায়নি। পলার শুকনো অভাবী মুখটা দেখে তার অন্তরটা গলে যায় এক নিমেশে। হাতের চায়ের কাপটা সবেমাত্র পলার দিকে এগিয়ে ধরতে যায় অমনি নারী কণ্ঠে আওয়াজ, একটা চিপস দেন কাকু। তাকিয়ে দেখে অল্প বয়সী একটি মেয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোলের চঞ্চল বাচ্চাটা দোকানে ঝুলানো চিপসগুলোর দিকে এমন ডাগর চোখে তাকাচ্ছে যেন বিশ্বকে সে প্রথম দেখছে। কচি বাচ্চাটার মুখে আলগা ধরনের বুদ্ধির ছাপ রয়েছে। মেয়েটা দোকানের কাছে আসতেই কোলের বাচ্চাটা হাতের নাগালে টাঙ্গনো চিপসগুলো ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। মেয়েটা এবার বিগলিত কণ্ঠে অনুরোধের সুরে বলল, একটা চিপস্ দেন কাকু বাচ্চাডার ক্ষিধা লাগছে।

-বুড়োর এবারও ক্ষেপে যাওয়ার পালা। সাত সকালে ভিখিরীর এমন আবদার, দিনের বিক্রিবাট্টা চাঙ্গে উঠবে। না, বুড়ো রাগ না করে বাচ্চাটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে আনমনে দুটো চিপস্ ছিড়ে ফেলে। একটা বাচ্চাটার হাতে তুলে দেয় পরম মমতায়। তুলে দেবার সময় আঙ্গুলে ওর তুলতুলে গালটায় আলতো করে স্পর্শ করে। বুড়োর চোখের কোনে জল চিকচিক করে ওঠে। হাতের ইশারায় বলল মেয়েটিকে চলে যেতে। কৃতজ্ঞতায় চলে যায় মেয়েটি। এবার অন্য চিপস্‌টি দাঁড়িয়ে থাকা অনাহূত ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, 'এইডা খাইয়া আমার হাঁড়িপাতিল গুলা গাঙ্গেথনে ধুইয়া লইয়া আয়। পরম তৃপ্তিতে গোগ্রাসে চিপস্ খেয়ে হাঁড়িপাতিল নিয়ে নদীর পাড়ে চলে যায় ছেলেটি। বুড়ো এবার গামছা দিয়ে চোখ মুছে আপন মনেই বলতে থাকে,'দুনিয়ার যত অভাগার দল এই অভাগার কাছেই ছুইটা আহে'।

সেদিন থেকেই ছেলেটি মানে পলার চাকরি ঐ টোন দোকানেই পাকা হয়ে যায়। চালাক চতুর বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটিকে পেয়ে নিবু দাদুও বেশ খুশী। এখন বাজারে গেলে আর দোকানের ঝাপ ফেলতে হয় না। পলাই বেচাকেনা করতে পারে। বেচাকেনা বলতে চা, চিপস, পান-সিগ্রেট আর কিছু নিত্যপণ্য। ছেলেটা হিসেবেও বেশ পাকা। তিনক্লাশ পড়ে আর স্কুলে যেতে দেয়নি বাপে। দোকানেই দু'জনের সংসার। এক কম্বলে দু'জনে গলাগলি ধরে ঘুমায়। খোওয়ামোছার সমস্ত কাজ পলাই করে। দাদু তাকে একটা দোতারা কিনে দিয়েছে গঞ্জের রথের মেলা থেকে। পলার গলাও ভালো। বুড়ো হাড়কিপটে হলে কি হবে তার রসবোধ আছে। বৃষ্টির দিনে লোকজন না থাকলে পলাকে বলে গান ধরতে। সে ভাতের হাঁড়ি বাজিয়ে তাল ধরে। পলা একটু একটু করে দোতারায় বেশ সুর তুলতে পারে। পাকা ওস্তাদের হতে পড়লে ভালো বাদক হতে পারবে। একদিন ভীন

গায়ের রসু গায়েন পান খেতে এসে দোকানে দোতারা দেখে জিজ্ঞেস করে।

-দোতারা বাজায় কে গো খুঁড়ো?

-নিবু খুঁড়ো সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তার নাতির আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে বিপুল উৎসাহে। সেই থেকে রসু গায়েনের সাথে বার কয়েক আসরও করেছে পলা। এভাবেই বছর গড়িয়ে যায়। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে অল্প বয়সেই পলা গায়েন বনে যায়। নিবু কাকু এখন সময়ে অসময়ে গুনগুনিয়ে গান করে। পলা শুনে হাসে আর দাদুকে উৎসাহ দেয়। পলা বেশীর ভাগ দেহতত্ত্বের গান করে। এ কারণেই বুড়োর মনে দাগ কাটে গানের কথাগুলো। জীবনমুখী গান হলে তার চোখে জল এসে যায়। ব্যর্থ জীবনের কথা ভেবে একা একা বসে কাঁদে রাত দুপুরে। তবু বার বার নাতিকে ঐসব গানগুলিই গাইতে বলে। নদীপাড়ের পথ-চলতি মানুষেরা সে গান শুনে তারাও কেঁদে চোখের জল ঝরায়।

এক চাদনী রাতে দাদু-নাতির আসর বসে। নদী পারাপার বন্ধ তাই লোকজনও নেই। নদীতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জল বাড়ছে। তীব্র স্রোতে নৌকা ধরে রাখা যায় না। এর উপর তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি। বেচা কেনা তেমন নেই তাই আসরের চিন্তাটা বুড়োর মাথায়ই প্রথম আসে। পলা গান করতে করতে ভাবের জগতে যখন ডুবে যায়, তখন রসু গায়েনের কাছে শেঅনা জীবনতথ্যের কথাগুলো শুনায়। জানু দাদু, ওস্তাদ বলেছে, সুন্দরের সাধনার মধ্যদিয়েই মানবাত্মা, পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের স্তরে আরোহন করতে পারে। সেই পরমাত্মার বসবাস হইল, সৃষ্ট জগতের বহু উর্ধ্বে আছে আরেক জগত। সমস্ত স্থান-কালের দৃশ্য-স্পৃশ্যের বাইরে, পারহীন, পরিধিহীন অনন্ত অমর্তলোক। সেই জগত অশেষ-অক্ষয়-চিরন্তন"। এসব কথা শুনে আকাশের অনির্বাণ তারার দিকে তাকিয়ে দাদু চোখের জলে ভাসে। সে মনে মনে অনুভব করে, দুই দিনের এই সংসারে সবই মায়া, একদিন তো সবই ফেলে চলে যেতে হবে সেই পরজগতে যেখানে পরমাত্মার বসবাস।

সেই থেকে বুড়ো প্রায়ই রাত জেগে দোকান খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে চোখের জলে ভাসে। বিশেষভাবে পলা কোন সময় বায়নার আসরে চলে গেলে এমনটা ঘটে। একদিন নিশিরাতে পলা আসর থেকে ফিরে এসে দেখে দোকান খোলা, ভেতরে কেউ নেই। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। ক্যাশ বাক্সের টাকাও তেমনি রয়েছে। এ সময় চোখে পড়ে এক টুকরো কাগজ রয়েছে ক্যাশ বাক্সে। তাতে লেখা,'আমি চলিলাম অসীমের ডাকে পরমাত্মার সন্ধ্যানে।"

এরপর শত খোঁজাখুঁজি করেও বুড়োর আর কোন সন্ধ্যান পাওয়া যায়নি। পলা এখন একাই দোকান চালায় আর বায়না পেলে গানের আসর করে। দিনে দিনে তারও বয়স হয়েছে। পলাও বিয়ে করেনি আজও। গায়েন-বয়াতিরা হয়তো এমনি সংসার বিবাগী হয় 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখির খোঁজে তারাও সংসার ভুলে পরমাত্মার ভজনায় জীবন কাটিয়ে দেয়। রসু গায়েন পলার ওস্তাদ। তার জীবনটাও তেমনি ধূ ধূ মরুময়। কথায় এবং সুরে রস আছে বলেই লোকে তার নাম দিয়েছে রসু গায়েন। প্রথম স্ত্রী জলে ডুবে মারা যাবার পরে আর বিয়ে করেনি। এই রসু গায়েন একবার দূর এলাকায় বায়নায় গিয়েছিল গান করত। যুবতী সাথী গায়েনের সাথে পাল্টাপাল্টি গান। বিরাট আসর বসেছে গঞ্জের বাজার সংলগ্ন স্কুল মাঠে। গানে গল্পে সারারাত ধরে চলে দুই গায়েনের বাকযুদ্ধ। কেউ কারও কাছে হার মানতে রাজী নয়। রসু গায়েনকে প্রশ্নের তোড়ে যতই আঘাতে কাবু করতে চায় সাথী গায়েন, ততবারই সে পাল্টা প্রশ্নে যুবতী গায়েনকে কাবু করে ফেলে। শেষ রাতে মিলন আসরে দাঁড়িয়ে যুবতী গায়েন এক আচানক প্রস্তাব করে বসে। বলে,"নারীরা সমাজে আজও পুরুষের আজ্ঞাবহ। নারীরা পদে পদে নির্যাতিত, নিপীড়িত। আজকে শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকেই বশ্যতা স্বীকার করতে হবে ক্ষমতাবান পুরুষের কাছে। তবে আজকের আসরে আমার শেষ একটি প্রশ্নের উত্তর আমি চাই আমার পিতৃতুল্য গুরু রসু গায়েনের কাছে। উনি যদি সঠিক উত্তর দিতে পারেন তবে ওনাকে আমি সারা জীবনের জন্য গুরু বলে মেনে নেবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, তবে আমি যে দাবী করব তা কিন্তু দিতে হবে। তবে আমি এমন কোন কিছু চাইব না, যা ওনার পক্ষে দেওয়া কঠিন হবে।"

যুবতী গায়েনের এই রসালু কথায় আসর আবার গরম হয়ে ওঠে। এতক্ষণ যারা ঘুম ঘুম চোখে জিমিয়ে পড়েছিল, তারাও এবার নড়ে চড়ে বসে। প্রতিপক্ষের এমন চটকদার আবদার শুনে রসু গায়েন স্মিতহাস্যে ক্ষণিকক্ষণ চুপ করে থেকে দরাজ কণ্ঠে গানে গানে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। শুরু হয় গানের যুদ্ধ। সাথী গায়েন তার ঝাঁঝালো কণ্ঠে এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তরে জানি বললেও তার পরাজয় হবে। সেটা হবে আরও অপমানকর। তাই তিনি বিনয়ে বললেন, "ওনার উত্তর আমার জানা আছে। উত্তর দিলেই উনি আমার স্ত্রীর ছোটবোন হয়ে যাবেন। তাই ওনাকে অপমান না করে আমি পরাজয় মেনে নিয়ে উনার দাবী পূরণ করতে চাই।

যুবতী গায়েন এবার লম্ফ দিয়ে উঠে বলেন,"আমার একদফা একদাবী। আমাকে বিবাহ করতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে দর্শক শ্রোতাদের মুহূর্মুহূ করতালি আর ননস্টপ উল্লাস। ঢোল-মাদলের ঝাঁঝালো শব্দে রসু গায়েন এর উত্তরে কি বললেন তা আর কিছু বোঝা গেল না। যেই কথা সেই কাজ সাথী গায়েন নিজের গলার মালাটা রসু গায়েনের গলায় পড়িয়ে দিয়ে টুপ করে প্রণাম করে বসে। এবার দর্শকদের জোরালো দাবীর মুখে রসু গায়েন যেন মনের অজান্তেই নিজের মালাটা সাথী গায়েনের গলায় পড়িয়ে দেয়। এমনি করে ভোরের মিলন আসরে দুই গায়েনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয় দু'টি মালা বদল করে। পুরুষদের কাবু করার জন্য নারীদের জিহ্বা একেবারে ধাঁরালো। তাদের যতই অবলা বলা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত জয় তাদেরই হয়।

এক আসরের বিয়ে পরবর্তী আরেক আসরেই ভেঙ্গে গেল। এবার সাথী গায়েনের সাথে ভিন্ন জেলা থেকে আসা এক নবীন গায়েনের যুদ্ধ। সারা রাত প্রাণ ভরে শুনল যুবক-যুবতীর প্রেমের লীলা। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। ভোর রাতে মিলন আসরে মালা বদল করে নবীন গায়েনের হাত ধরে চলে গেল সাথী গায়েন।

ঢোল বাদক নৈমুদ্দি সকালে এসে ওস্তাদের কাছে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি দেয়। রসু গায়েন একবার শুধু ঘোলাটে চোখে নৈমুদ্দির দিকে তাকায় তারপর সাবলীল কণ্ঠে বলে, "নৈমুদ্দি তুমি ঘরে যাও, সারারাত জাগনা ছিলা এখন গিয়া ঘুমাও।" সব মানুষের জীবনে সুখ আসে না। রসু গায়েনের কুষ্ঠিতেও সুখ লেখা নেই। তার সুখের দিনগুলি এখন ভুলের বালুচর। মনে বড় ধরনের শোক পেলে মানুষের বয়স যেন এমনি বেড়ে যায়। অসংখ্য স্মৃতি যেন মাকড়সার জালের মত তার মধ্যে জড়িয়ে আছে। প্রবল এক অতৃপ্তি তাকে সর্বদা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সে এখন যেন রিক্ততার প্রতিমূর্তি। মুখে অযত্নে বর্ধিত জঙ্গলের মত দাঁড়ি। আগের তেল চুকচুকে চেহারা কেমন পোড়াটে হয়ে পড়েছে। সবল তেজী মুখ, উৎসাহে ভরপুর, কীর্তনীয়ার মত ভরাট কণ্ঠস্বর, একমাথা লম্বা বয়াতী চুল, সবই এখন অতীত কল্পনা। জীবনের পড়ন্ত বেলায় রসু গায়েন এখন সংসার বিবাগী এক নিঃসঙ্গ সাধক। পলা অনেক বলে কয়ে গুরুকে তার দোকানে নিয়ে এসেছে। গুরুজীকে একলা রেখে বায়না এলেও ফিরিয়ে দেয়। দাদুর মত সেও যদি পরমাত্মার অন্বেষণে হারিয়ে যায়।

তবে বসন্ত এলেই পাখি যেমন মনের আনন্দে গান গায়, তেমনি পুণ্যিমা এলেই রসু গায়েন দোকান ছেড়ে নদীর বালুচরে বসে গান ধরে। সামনে জনশূন্য দিগন্ত প্রসারিত ধূ ধূ বালুচর উর্ধ্বে অনাবৃত অনন্ত আকাশে ফুটন্ত চাঁদ। চাঁদের অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ যেন পুষ্পিত হয় ওঠে। গভীর নিশীতে বিরহী গানের সুর দেশদেশান্তর, লোক লোকান্তর পার হয়ে ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে অসীম সুদূরে মিলিয়ে যায়। দূরের সবুজ সোনালী ফসলি মাঠটা স্বর্গীয় উদ্যানের মত মনে হয়। গুরু শিষ্য মুখোমুখি বসে গানে গানে চোখের জলে ভাসে সারারাত।

জীবনের বালুচরে এমনি কত শতলক্ষকোটি হতভাগ্য মানুষ অনাদরে, অবহেলায়, হতাশার অন্তর্জালায় জ্বলে পুড়ে অকালে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাদের জীবনে চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার নেই কোন প্রতিশ্রুতি, নেই সুখ, নেই স্বপ্ন, নেই বিশ্বাস। জীবনে কেবলই ধূ ধূ গহীন বালুচর। সেখানে শুধুই মিথ্যা-প্রতারণা আর শঠতার ফুলঝুড়ি॥

আগমনকাল কথা

মাস্টার সুবল

মাতামণ্ডলী বিশেষ উদ্দেশে আগমনকাল স্থাপন করেছেন। আমরা যেন বিশ্বাসে, ভক্তিতে ও আনন্দে প্রার্থনায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারি মুক্তিদাতার জন্মানুষ্ঠান পালন করতে। মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টের বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন সকল প্রবক্তা। কুমারী মারীয়া গভীর স্নেহে প্রভু যিশুখ্রিস্টকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তারই আসন্ন আগমনের বার্তা, তারই উপস্থিতির সংবাদ দীক্ষাগুরু যোহন ঘোষণা করেছিলেন। আসবেন মহাগৌরবে, আপন পবিত্রগণের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য। আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই ভরসায় আমরা মুক্তিদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমনের প্রতীক্ষায় আছি। প্রভু যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, মানব-পুত্র এক মহাপরাক্রম ও মহাগৌরবে মেঘবাহনের উপর আসবেন এবং আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তরিত করে নিজ নিজ প্রতাপের দেহের নমুনরূপ করবেন। অনেক লোক আছেন প্রকৃত ঈশ্বরকে চেনেন না। বিশেষভাবে আগমনকালে খ্রিস্টানগণ প্রার্থনা করেন যেন সকলের কাছে ঘোষণা করতে পারেন, এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি, আর এ আনন্দে সমগ্র জাতি আনন্দিত হবে। আসছেন অদৃশ্যরূপে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিরত। অনেকবার পবিত্র বাইবেলে একথা পাওয়া যায়। আমি আদি ও অন্ত, ইহা প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, যিনি আছেন ও ছিলেন ও যিনি আসছেন, যিনি সর্বশক্তিমান। তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন দাউদ নগরীতে, তিনি সেই খ্রিস্টপ্রভু ।

আমার স্নেহের ভাই-বোনেরা, তোমাদের কাছে লিখলাম বিশষ করে আগমনকাল উপলক্ষে এ লেখাটি। লেখার বিষয়বস্তু পবিত্র বাইবেল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। লেখাটা সাধারণ লেখার চেয়ে ভিন্নতর হলেও লেখাটির অর্থ গুরুত্বপূর্ণই- প্রার্থনা করি প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের এবং তোমাদের পরিববারের সাবইকে করোনা ভইরাসসহ সমস্ত অসুস্থতা হতে মুক্ত রাখুন এবং বিশ্ববাসীকে যুদ্ধ হতে মুক্ত রেখে শান্তি দান করুন। লেখায় ভুল থাকলে ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী॥

জীবন আছে বলেই মৃত্যু আছে

যিশু বাউল

মৃত্যু মানে পার্থিব জীবনের অবসান
মৃত্যু মানে না ফেরার দেশে যাওয়া,
মৃত্যু মানে জীবন স্রষ্টায় নিজেকে সঁপে দেওয়া
মৃত্যু মানে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হওয়া।

মৃত্যু অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর
মৃত্যু জীবন স্রষ্টার সাথে মিলন,
মৃত্যু মহাশান্তি ও নিদ্রার যাত্রা
মৃত্যু ঐশ নিমন্ত্রনে সাড়া দান।

মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকা
মৃত্যুর জন্য সৎকর্মের মাধ্যমে পাথেয় সংগ্রহ করা,
মৃত্যুর জন্য ভয় না করে বিশ্বস্ত সেবক হওয়া
মৃত্যুর মহা ডাকে পরম স্রষ্টায় জীবন
বিলিয়ে দেওয়া
জীবন আছে বলেই, মৃত্যু আছে
মৃত্যুর দ্বারা পেড়িয়েই পুণ্যলোক-স্বর্গধামে
অবস্থান করা।

'সিক্ত শব্দগুচ্ছ'

প্রভা লুসী রোজারিও

পরিবার কল্যাণ কমিশনের জাতীয় সেমিনার,
সকল ধর্মপ্রদেশের সদস্যদের সুযোগ হয়েছে
একত্রে মিলার।
পবিত্রআত্মার আলোকে সকলে হচ্ছি
শক্তিমান,
বাইবেলের আলো প্রকাশে যেন হই বলীয়ান।
পারিবারিক জীবনের বাস্তবতায়,
আমরা ভেঙ্গে পড়বনা দুর্বলতায়।
পরিবার জীবন থাকবে বরাবরই শক্ত,
মণ্ডলীর ভাবনা করবো আমরাও রপ্ত।
ভাল অভ্যাস ও দৃষ্টিভঙ্গির করবো পরিবর্তন,
অন্তরের চশমা পাল্টাতে হব না কৃপণ।
পারিবারিক শান্তি রক্ষায় একে অন্যের হাত ধরব,
মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধ চর্চা করব।
প্রতিবেশিকে নিজের মতই ভালবাসবো,
একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবো।
সেমিনারের মাধ্যমে করছি আমরা জ্ঞান
আহরণ,
কাজে কর্মে যেন প্রকাশ করি সে সমীরণ।
আমরা সবাই পরিবার কমিশনের শক্ত বাহন,
জীবন-ভেলায় গাঁথবো মালা দিয়ে আশা,
ভালবাসা, ক্ষমা ও মিলন। মৃত্যুকে ক্ষমা কর
স্বপ্না ত্রিপুরা
অপরকে ক্ষমা কর, তাহলে শান্তি অনুভব করবে
অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াও আত্মতৃপ্তি পাবে।
তোমার মধ্যে যে দুর্বল দিকগুলো রয়েছে
তা পরিহার করতে চেষ্টা কর
বড়দের সম্মান প্রদর্শনে আশীর্বাদ পাবে
নীরবতার আধ্যাত্মিকতায় ফলপ্রসূতা খুঁজে পাবে।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে করোনা অতিমারীতে সেবাদানকারীদের প্রশংসাপত্র প্রদান, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও প্রতিপালকের পার্বণ উদ্‌যাপন

ফাদার কমল কোড়াইয়া ⊡ সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে ১৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, করোনা অতিমারিতে সেবাদানকারীদের বিশেষ প্রশংসাপত্র-প্রদান, তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও হাসপাতালের প্রতিপালক-সাধু জন ভিয়ানীর পার্বণ উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে।

(ছবির বা থেকে) ফাদার কমল কোড়াইয়া, আর্চবিশপ বিজয় ও কার্ডিনাল প্যাট্রিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একাংশ

উক্ত হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, প্রধান অতিথি ও হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া, মেজর জেনা. (অব:) জন গমেজ, ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও, ব্রিগ্রেডিয়ার জেনা: ডা. ব্রায়েন বঙ্কিম হালদার, ফাদার ফ্রান্সিসকো রাপাচেলী পিমে, এসএমআরএ সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার মেরী মিনতি, জেরাল্ড রড্রিক্স, প্রফেসর মেবেল ডি'রোজারিও, মিসেস পুষ্প কলেটা গমেজ, মিসেস রেবেকা কুইয়াসহ কার্যনিবাহী ও পরিচালনা কমিটির সদস্যগণ।

হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়া স্বাগত বক্তব্যে বলেন, সেন্ট জন ভিয়ানী হাপাতাল শুরুর তিন মাসের মাথায় (২০২০খ্রিস্টাব্দ) হাসপাতালের ৩০ জন ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিষ্ট, ফার্মাসিস্ট ও অন্যান্য কর্মী একসাথে করোনায় আক্রান্ত হন। কর্তৃপক্ষ তখন হাসপাতালটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পরম করুণাময় ঈশ্বর যেন হাত ধরেই এ হাসপাতালের সকল কর্মীকে করোনা রোগীদের সেবা করার জন্যে তখন প্রস্তুত করেছেন। সুস্থ হয়েই স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও সকল কর্মকর্তা-কর্মীগণ নিজেদের জীবন বাজি রেখে লেগে গেলেন করোনায় আক্রান্তদের সেবায়। এ পর্যন্ত এ হাসপাতালে পাঁচ হাজার রোগীর করোনা টেষ্ট হয়েছে। তিনশত করোনা রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেবা গ্রহণ করে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে গেছেন। চলমান ডেঙ্গু পরিস্থিতেও সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল অনুরূপ সেবা দিয়ে চলেছে।

হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্ডিনাল মহোদয় একটি সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই মত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, এ হাসপাতালের মধ্যদিয়ে যিশুর সেবা-আদর্শ বিশ্বস্তভাবে সকলের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রধান অতিথি কার্ডিনাল প্যাট্রিক বলেন, 'ঈশ্বরের কাজ সর্বদা টিকে থাকে। সকলের প্রচেষ্টায় হাসপাতালটিও এগিয়ে যাচ্ছে, আরও এগিয়ে যাবে।

নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে যে সকল ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য কর্মীগণ সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে করোনা রোগীদের সেবা প্রদান করেছেন তাদের প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। প্রশংসাপত্র গ্রহণকালে একজন ডাক্তার তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন, এ প্রশংসাপত্র আমাদের অনেক বড় পাওয়া। আমাদের সেবাদানের একটি স্বীকৃতি। আজীবন আমাদের মনে করিয়ে দেবে আমরা করোনা যোদ্ধা ছিলাম।

অনুষ্ঠানে সেন্ট জন ভিয়ান্নীর ডাক্তারগণ, ডেনটিষ্ট, ফিজিওথেরাপীষ্ট, রেডিওগ্রাফার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট, হাসপাতালের কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য বিভাগের কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে কর্মরত সেবাকর্মীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অর্থ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখিলা ডি'রোজারিও'র ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও চা চক্রের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার শিশিলিয়া সিং এসসি ⊡ গত ২৯ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, রোজ শনিবার মোট চারটি গ্রাম - ইটপীর, মাঝিয়ান, ঘিরা ও বানিয়েল একসঙ্গে মিলে ইটপীরে সাধু আম্ব্রোজ কাথলিক গির্জায় শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সেখানে এনিমেটরসহ মোট ৪০ জন শিশু, এক জন ফাদার ও দুই জন সিস্টার উপস্থিত ছিলেন। প্রোগ্রাম শুরু হয় শুভেচ্ছা বিনিময় ও পরিচয় পর্বের মধ্যদিয়ে। সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি শিশুদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন। এরপর শিশুদের গান ও শ্লোগান শিখানো হয়। পরে তারা পাপস্বীকার করে। পাপস্বীকার শেষে তারা "শিশুদের বন্ধু আমরাই শিশুরা" এই শ্লোগান দিয়ে শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার রবি জন কিস্কু। ফাদার তার উপদেশ বাণীতে বলেন, সবাই শিশুদের ভালোবাসেন কারণ, তারা নম্র, সরল ও কোমল প্রাণবিশিষ্ট। খ্রিস্টযাগের পর দুপুরের আহার, এবং আহারের পর-বিনোদনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

ধামইরহাট উপজেলায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতি ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক কর্মশালা

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ধামইরহাট, রাজশাহী

ডেনিস তপ্ন ▯ বিগত ৫ নভেম্বর, শনিবার নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার সভাকক্ষে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় ও সমাজ নেতৃবৃন্দকে নিয়ে উপজেলা সভাকক্ষে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতি ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিতি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ধামইরহাট উপজেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মো: আজাহার আলী; বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আরিফুল ইসলাম, ধামইরহাট থানার অফিসার ইনচার্চ (ওসি) মো: মোজাম্মেল হক কাজী এবং বিশেষ অতিথি ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বিমল রুরাম, ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ধামইরহাট এপি। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ আপন আপন ধারায় যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল বাংলাদেশে, এমন সম্প্রীতি চলে আসছে, যদিও বেশ কয়েকটি সম্প্রীতির পরিপন্থী ঘটনাও ঘটেছে যা শক্ত হাতে দমন করা হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী অফিসার ও মাননীয় ওসি মহোদয় রাজশাহী ডায়োসিসের খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন-যে এমন ধরণের কর্মশালার আয়োজন করেছে, তার জন্য কমিশনকে সাধুবাদ জানান।

মাননীয় প্রধান অতিথি কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করার পর শুরু হয় কর্মশালার মূল পর্ব। প্রথমেই শিশু সুরক্ষার উপর অত্যন্ত বাস্তবধর্মী উপস্থাপনা রাখেন বিমল রুরাম। তিনি বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম, শিশুকে মারধর, শিশুকে মানসিক নির্যাতন এবং আরো বিভিন্ন ধরণ ও পদ্ধতিতে শিশু নির্যাতনের বাস্তব উদাহারণ তুলে ধরেন। এরপর তিনি শিশু সুরক্ষায় আমাদের যা যা করণীয় তা-ও বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। এর পর ইসলাম, সনাতন ও খ্রিস্টধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতির উপর আপন আপন ধর্মীয় গ্রন্থ কেন্দ্রিক উপস্থাপনা রাখেন। ইসলাম ধর্মের আলোকে উপস্থাপনা রাখেন ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইসলাম ধর্মের শিক্ষক ও টিএণ্ডটি জামে মসজিদের খতিব মোঃ আবদুল রউফ। সনাতন ধর্মের আলোকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতির উপর উপস্থাপনা রাখেন ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সনাতন ধর্মের শিক্ষক শ্রী অপূর্ব কুমার মণ্ডল। খ্রিস্টধর্মের আলোকে উপস্থাপনা রাখেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের আহ্বায়ক এবং কর্মশালার সভাপতি ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। বাংলাদেশে পোপ ফ্রান্সিসের পালকীয় সফরে পোপ মহোদয়ের সম্প্রীতিঘেষা অনুভূতি ও মনোভাব স্পষ্ট যা আমাদেরকে উৎসাহিত করে।

অতঃপর মুক্ত আলোচনায় সবাই আপন আপন স্থানে সম্প্রীতি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেন। যা আসে তা হলো "এমন ধরণের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়ক কর্মসূচী আরো প্রয়োজন। দুই মাস অন্তর অন্তর। অতঃপর কর্মশালার সভাপতি ফাদার প্যাট্রিক গমেজ সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গোটা কর্মশালাটির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনায় ছিল রাজশাহী ডায়োসিসের খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন এবং সহযোগিতায় ছিল ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, ধামইরহাট এপি॥

কাকরাইলে অনুষ্ঠিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপ

ফাদার লুক কাকন ▯ গত ১৯ নভেম্বর (শনিবার) ২০২২ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুশ ওএমআই এর আহ্বানে, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সংলাপ কমিশনের আয়োজনে এবং খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সহযোগিতায় "বিভিন্ন ধর্মের আলোকে একতা ও সম্প্রীতি"- বিষয়ে ঢাকা আর্চবিশপস্ হাউজে এক আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংলাপে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের মোট ৭২ জন অনুসারী যথাক্রমে ইসলামের অনুসারী হিসাবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ- এর পক্ষে ঢাকা শহর ও অন্যান্য ১৩টি জেলার মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উপ-পরিচালকসহ ৩৮ জন, সনাতন ধর্মের অনুসারী হিসেবে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১১ জন, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৬ জন এবং খ্রিস্টধর্মের অনুসারী হিসেবে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ ও খ্রিস্ট ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ১৭ জন সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ৯টা সময় শুরু হয়ে দুপুর ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত অর্ধদিবসের এই সম্মেলনে চারজন বক্তা ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের আলোকে একতা ও সম্প্রীতি বিষয়ে সহভাগিতা করেন এবং পরে মুক্ত আলোচনায় বিজ্ঞজনের মতামত দান করেন।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, আর্চবিশপস্ হাউজ, ঢাকা

আর্চবিশপ মহোদয় যিনি মনে-প্রাণে সংলাপী তিনি উল্লেখ করেন যে, "ইতিহাসে ধর্মীয় বিভেদ ও মানুষের ধর্মীয় অহমিকা মানুষের জীবনে অনেক কষ্ট নিয়ে এসেছে। বহুধর্মের অবস্থানের প্রেক্ষিতে সংলাপের গুরুত্ব অনেক বেশি-ভ্রাতৃত্ব ও

ন্যায্য সমাজ গঠনে, পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি নিরসনে ও কুসংস্কার দূরীকরণে, ধর্মের অমূল্য সম্পদ সহভাগিতা করতে, ঈশ্বরের নিগূঢ় রহস্যকে উপলব্ধি করতে, বিশ্বব্যাপী জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের বন্ধন গড়তে, ধর্মীয় গোড়ামীর অবসান ঘটাতে এবং দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সংলাপের অত্যধিক প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরোও বলেন যে, বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে সহভাগিতা ও আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রীতির একটি কৃষ্টি গড়ে তোলা সম্ভব।" মাওলানা রুহুল আমিন সিরাজি (খতীব, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা) ইসলামের আলোকে সহভাগিতায় বলেন যে, "ইসলাম শান্তির ধর্ম যেখানে একতা ও সম্প্রীতি বিষয়টি মহান নবীর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষায় তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি অন্য ধর্মের আদর্শগত দিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু শুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানের ঘাটতি যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাই নিজ ধর্মের শুদ্ধ জ্ঞান যেন ছড়িয়ে দেয়া আবশ্যক।" শ্রীমৎ শ্রদ্ধানন্দ থের (আবাসিক ভিক্ষু, ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, ঢাকা) বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে সহভাগিতায় বলেন যে, "মানুষের মানবিক মর্যাদা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ধর্মীয় জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণা দিয়ে আমরা আলোকিত হই। যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় সেখানে মানবিক মর্যাদা বিষয়টি ঠিক থাকে না।" ডা: দিলীপ কুমার ঘোষ (সচিব, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট) সনাতন ধর্মের আলোকে বলেন, "বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সাথে জীবনভিত্তিক আলোচনা, শুভেচ্ছা বিনিময়, বিপদ-আপদে নিরাপত্তা বিষয়ে এবং সমর্থন যোগানোর মধ্যদিয়ে বিশ্বাস ও আস্থা বাড়ানো যেতে পারে।" মুক্ত আলোচনায় ড. মাওলানা আবু সালেহ পাটোয়ারী (উপ পরিচালক ও মুফাসসির, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন) এবং মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (অধ্যক্ষ, মদিনাকুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, তেঁজগাঁও) আর্চবিশপ মহোদয়ের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে ভিন্ন আঙ্গিকে তা চালিয়ে নিতে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযেগিতাদানে ব্যাপৃত নির্মল রোজারিও (সচিব, খ্রীষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট) বলেন, "ধর্মীয় আদর্শ ও পারস্পরিক সদ্ভাব যা আমাদের সকলকে শান্তিতে রাখে। বিভিন্ন ধর্মের হয়েও আমরা একটি সমাজ হিসেবে পারস্পরিক সহাবস্থান করতে পারি।" এভাবে মতামতগুলোর মধ্যে সবাই যেন একই সুরে উচ্চারণ করেন- ধর্মীয় বিদ্বেষ পরিহার ক'রে ধর্মের মিষ্টতা ও গুণকে ধারণ ক'রে ঐক্যের পথে চলা, ঐক্যের গান গাওয়া- এ যেন সময়ের একটি জোরালো দাবী॥

বালুচর (সিলেট) উপ-ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান

বিশপ শরৎ ফ্রান্সিসের সাথে প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীগণ

সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ ▯ বিগত ৬ নভেম্বর, রবিবার সিলেট ধর্মপ্রদেশের বালুচর উপ-ধর্মপল্লীতে পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার প্রদান করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং সাথে ছিলেন ফাদার জনি ফিনি ওএমআই। বাণীর আলোকে বিশপ তার উপদেশে বলেন, খ্রিস্ট বিশ্বাস যদি সুদৃঢ় না হয় তাহলে পিতার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারবো না। তাই পিতার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আমাদের প্রত্যেকের খ্রিস্ট বিশ্বাসকে গভীর ও দৃঢ় করতে হবে। খ্রিস্টযাগ শেষে তাদেরকে রোজারিমালা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়॥

মাধ্যমিকোত্তর খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণ-২০২২ দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

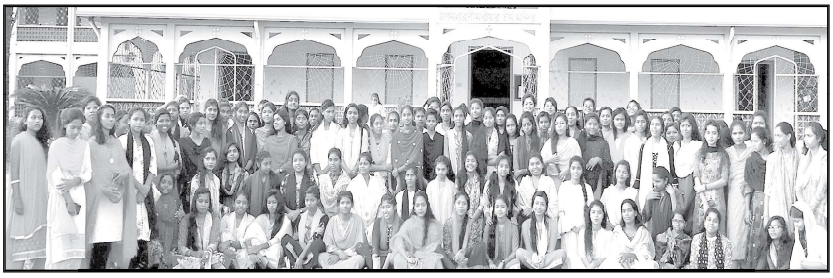

ফাদার জাখারিয়াস সুনীল মার্ডী ▯ গত ২৪ অক্টোবর হতে ২৯ অক্টোবর এবং ৬ নভেম্বর হতে ১১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে দুটি পৃথক দলে মাধ্যমিকোত্তর মানবিক ও খ্রিস্টীয় গঠন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়, মাণ্ডলিক পালকীয় কেন্দ্র, মাতাসাগর, দিনাজপুরে। এতে অংশগ্রহণ করে ২৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী। এ প্রশিক্ষণের মূলভাব হিসেবে নেওয়া হয়েছিল, "উঠে দাঁড়াও, তুমি যা দেখেছ তার সাক্ষীরূপে আমি তোমাকে নিযুক্ত করলাম।" এই মূলভাবের উপর বক্তব্য রাখেন ফাদার জাখারিয়াস সুনীল মার্ডী। এ ছাড়াও পবিত্র বাইবেল, খ্রিস্ট বিশ্বাস চর্চায় মণ্ডলীতে যুবাদের অংশগ্রহণ, উন্নয়ন: ক্রেডিট ইউনিয়ন, মানবিক গঠন/যুব সমস্যা/পরিচ্ছন্ন জীবন, মণ্ডলীতে খ্রিস্টভক্তদের দায়িত্ব সমূহ: মাণ্ডলিক আইন, কর্মমুখী শিক্ষা, যুগের চাহিদা ও সম্ভাবনাসমূহ, একাডেমিক শিক্ষা, এক তীর্থযাত্রী মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ, প্রেরণ, উপাসনা বিষয়ক শিক্ষা, তীর্থ: কুমারী মারীয়া বিষয়ক সহভাগিতা করেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ফাদারগণ এবং কারিতাস দিনাজপুরের কর্মীবৃন্দ। প্রশিক্ষণের শেষ দিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সনদ পত্র প্রদান করা হয়॥

পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে, বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও -এর পালকীয় সফর

পিউস ডি কস্তা ▯ নভেম্বর ১৩, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৭ টায় পাদ্রীশিবপুর পথ প্রদর্শিকা কুমারী মারীয়া ধর্মপল্লীর ঐতিহ্য অনুযায়ী গির্জার বিশেষ ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে বিশপের আগমনীবার্তা জানান দেয়া হয় ধর্মপল্লীবাসীকে। বিশপের আগমন! শুভেচ্ছা স্বাগতম! পবিত্র জপমালা সেমিনারীয়ান ও দীপ্তি হোস্টেলের ছাত্রীদের কণ্ঠ ধ্বনীতে মুখরিত ছিল প্রবেশদ্বার। বিশেষভাবে নির্মিত

তোরণদ্বার থেকে কীর্তনসহ ঢোল-করতাল বাজিয়ে খ্রিস্টভক্তগণ বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও- কে সুপ্রাচীন ধর্মপল্লী পাদ্রীশিবপুরে স্বাগতম ও অভিনন্দন জানিয়ে গির্জা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়।

সকাল: ৭:৩৫ মিনিটে বিশপের শুভাগমন উপলক্ষে ধর্মপল্লীর সকল খ্রিস্টভক্তগণ ও মারীয়া সেনা সংঘের সদস্যাগণ বিশপের চরণ ধুয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় পুস্পমাল্য পড়িয়ে বিশপ মহোদয়কে আনুষ্ঠানিক ভাবে পবিত্র গির্জাঘরে বরণ করেন।

সকাল: ৮ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। সহযোগী পুরোহিতগণ ছিলেন, ফাদার ভিনসেন্ট বিমল রোজারিও সিএসসি, ফাদার গাব্রিয়েল খোকন নকরেক সিএসসি, ফাদার রিগ্যান ডি কস্তা ও ফাদার স্যামুয়েল মিন্টু বৈরাগী।

বিশপ মহোদয় তাঁর উপদেশে বলেন, প্রভু যিশু কখন আসবেন আমরা তা জানিনা, তবে যিশু আমাদের সবসময়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

এরপর মণ্ডলীর ক্ষুদ্র সেবিকা সংঘের ও সেন্ট আলফ্রেডস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজ-এর পক্ষ থেকে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-কে আনন্দঘন পরিবেশে স্বাগতম ও সংবর্ধনা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, মি. আজিধর বাবু গোমেজ। স্কুল এন্ড কলেজের পক্ষ থেকে বিশপকে ফুলের তোড়া, ক্রেস্ট ও ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করা হয়। অন্যান্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, গভর্নিং বডির সদস্য মি. কমল সাহা, ফাদার ভিনসেন্ট বিমল রোজারিও সিএসসি, সিস্টার রীনা পালমা এলএইচসি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে ছিল শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশপ ইম্মানুয়েল বলেন, পড়াশুনা খুবই আনন্দের বিষয়। "বিদ্যা ধন যত দিবে ততই বাড়বে, অন্ন দান কমে।" শিক্ষাগ্রহণে আমাদের মূল্যবোধ বাড়ে। আমরা যা কিছু পাই, তাতে আলোকিত হই। আমরা যেন শিক্ষিত মানুষ হই। শিক্ষকমণ্ডলীকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দানের জন্য ধন্যবাদ জানান। আলোকিত মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক এই আশীর্বাদ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

বিকাল: ৪টায় পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ স্থানীয় প্যারিশ কমিউনিটি মিলনায়তনে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও কে গণসংবর্ধনা প্রদান করেন। তার সম্মানে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়॥

আঠারগ্রাম আঞ্চলিক শিশু মঙ্গল সেমিনার - ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ ▯ "জীবন গড়ার প্রথম ধাপ শিশুরা ধরবে যিশুর হাত"- এই মূলসুরের উপর বিগত ১১ নভেম্বর রোজ শুক্রবার ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশুমঙ্গল কমিটির উদ্যোগে হাসনাবাদ, গোল্লা, তুইতাল ও শোলপুর ধর্মপল্লীর শিশুদের নিয়ে গোল্লা ধর্মপল্লীতে অর্ধদিবসব্যাপি এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের শুরুতেই ছিল শিশুদের শ্লোগান ও আনন্দ র‍্যালি। এরপর খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন স্বাগতিক ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার অমল ডি' ক্রুশ সাথে ছিলেন ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ও ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন। উপদেশে ফাদার কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শিশুদের যিশুর হাত ধরে সবকিছু করার জন্য বিশেষভাবে মণ্ডলীর কার্যে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করেন। খ্রিস্টযাগের পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় পবিত্র শিশু মঙ্গল কমিটির সেক্রেটারি সিস্টার মেরী তৃষিতা এসএমআরএ এবং ফাদার অমল ডি' ক্রুশ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর ফাদার প্রলয় ডি'ক্রুশ মূলসুরের উপর মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এরপর এনিমেটর ও শিশুদের জন্য শ্রেণিভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এর পরপরই ৪টি ধর্মপল্লীর শিশুরা, এনিমেটরদের সহযোগিতায় বাইবেলভিত্তিক অভিনয় করে। অভিনয়ে অংশগ্রহণকারি সবাইকে ক্ষুদ্র পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়॥

মারীয়া সেনা সংঘের ব্রত নবায়ন

সিস্টার এলিজাবেথ ত্রিপুরা এলএইচসি ▯ গত ১১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শান্তিরাণী ধর্মপল্লী পানবাজার আলিকদমে দিনব্যাপী মারীয়া সেনা সংঘের ব্রত নবায়ন অনুষ্ঠিত হয়। সেনা সংঘের ব্রত নবীকরণ সেমিনার আয়োজনে সহায়তা করেন রোজারি মিনিষ্ট্রি। ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি উক্ত সেমিনারে রোজারি মিনিষ্ট্রির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন। সেনা সংঘের আহবায়ক সিস্টার এলিজাবেথ ত্রিপুরা এলএইচসি সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান। উক্ত সেমিনারটি আরম্ভ হয় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে; খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার বিজয় রিবেরু ওএমআই। তিনি তার উপদেশে মা মারীয়া গুণাবলীর সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি মায়েদের তার সহভাগিতায় বলেন, মা মারীয়া ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং যিশুর মা ও আমাদেরও মা। পারিবারিক রোজারি

মালা প্রার্থনা করার জন্য জোরদার করেন এবং আমাদের প্রার্থনাশীল মানুষ হতে উৎসাহিত করেন। পরে সেনা সংঘের মায়েরা তাদের কাজকর্মের উপর মূল্যায়ন সহভাগিতা করেন। ফাদার বিজয় রিবেরু ওএমআই ব্রাদারকে এবং উপস্থিত সকলকে সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে সেনা সংঘের মায়ের ৭৩ জন এবং ফাদার ব্রাদার, সিস্টার ও স্বেচ্ছাসেবকসহ মোট ৯৩ জন উপস্থিত ছিলেন। এর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মায়েরা অংশগ্রহণ করেন। সবশেষে দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে সেমিনারটি সমাপ্ত হয়॥

সুহৃদ সংঘের পুনঃজাগরণ অনুষ্ঠান

জেরিন আগ্নেশ রোজারিও ও ঈশিতা আগ্নেশ পিউরিফিকেশন ▯ গত ৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পবিত্র ক্রুশ ধর্মপল্লীতে আয়োজিত হয় যুব সেমিনার এবং সুহৃদ সংঘের পুনঃজাগরণ অনুষ্ঠান। ফাদার আশিস রোজারিও সিএসসি এর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। বক্তব্যের মাধ্যমে সিনোডাল চার্চ প্রক্রিয়াটির অন্যতম অর্থাৎ চার্চ সংশ্লিষ্ট উচ্চ পদস্থ থেকে শুরু করে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সাথে ব্রতধারি-ব্রতধারিণীদের স্বতঃস্ফূর্ত মত বিনিময়ের সুযোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর সুহৃদ মার্কাস নিপু গাঙ্গুলীর সুর করা এবং সুহৃত নিধন ডি রোজারিও এর রচিত থিম সং 'আমরা সুহৃদ' গানটির মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটির ২য় পর্বের আরম্ভ ঘটে। পাল-পুরোহিত ফাদার ডনেল স্টিফেন ক্রুশের শুভেচ্ছা প্রদানের পরপরই সুহৃদ জন সরকার সুহৃদ সংঘের আদি হতে বর্তমানের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। সুহৃদ সংঘের ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠন, সমাজের হিতে কার্যসাধন এবং নেতৃত্বদানের শিক্ষাগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রাক্তন সুহৃদবৃন্দ কীভাবে আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত এই বিষয়গুলো তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। তিনি সুহৃদদের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম যেমন পত্র-পত্রিকায় লেখার অভ্যাস, শুদ্ধ ও সুন্দর গান পরিচালনা, শহীদ ফাদার ইভান্স বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করা, নাটক পরিচালনা ও উপস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করেন। অতপর সুহৃদ ট্রিজা পান্না ডি রোজারিও তার বক্তব্যের মাধ্যমে সুহৃদ সংঘের সংস্কৃতি প্রীতির বিষয়টি আলোচনা করেন। প্রাক্তন সুহৃদ মার্টিন বকুল তার সহভাগিতায় ধর্মপল্লী এবং গির্জার সাথে সামাজিক এবং বিভিন্ন ছাত্র সংঘঠনের মিলন এবং একাত্মতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। প্রাক্তন সুহৃদদের তত্ত্বাবধানে ও বর্তমান সুহৃদদের সহযোগিতায় ৭ সদস্য বিশিষ্ট AD HOC কমিটি গঠন করা হয়। যার সদস্যগণ হলেন রিচার্ড গমেজ (আহ্বায়ক), হিউবার্ট গ্লেন সরকার তীর্থ (সেক্রেটারি), রিচার্ড রোজারিও, সিলভিয়া স্যান্ড্রা রিবেরু, মারীয়া গ্রেস সরকার কৃপা, চার্লস নিটল গমেজ, হিমেল।

নতুন গঠিত অস্থায়ী AD HOC কমিটির উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয় সুহৃদ সংঘের সংবিধান পুনরুদ্ধার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা এবং কার্যকরী কমিটি গঠন করা। সবশেষে পাল-পুরোহিত ডনেল স্টিফেন ক্রুশের সমাপনী বক্তব্য এবং প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে॥

ফাদার চার্লস জে. ইয়ং সিএসসি'র ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

তেজগাঁও প্রয়াত ফাদার চার্লস জে ইয়ং সিএসসি'র সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ডিসিনিউজ, ঢাকা : পালন করা হলো সমবায়ের অগ্রপথিক ও ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক ফাদার চার্লস জে ইয়ং সিএসসি'র ৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী।

১৪ নভেম্বর, ঢাকার তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে ফাদার ইয়াং-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রার্থনানুষ্ঠান, র‍্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করে দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা (ঢাকা ক্রেডিট) এবং ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাউন্ডেশন। এ দিন ফাদার ইয়াং-এর সমাধিতে বিভিন্ন সংগঠন, অঙ্গ-সংগঠন, বিভিন্ন সমিতি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ফুলের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ফাদার ইয়াং-এর আত্মার কল্যাণার্থে এদিন সকাল ৮টায় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন তেজগাঁয়ের সহকারী পাল-পুরোহিত ঝলক দেশাই। এরপরই সমবায়ীদের নিয়ে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি শেষে ফাদার ইয়াং-এর সমাধিতে প্রার্থনা এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া। এ সময় ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট ও ফাদার চার্লস জে ইয়াং ফাইন্ডেশনের চেয়ারম্যান পংকজ গিলবার্ট কস্তা ফাদার ইয়াং-এর জীবনী স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, 'ফাদার ইয়াং বিদেশী মিশনারী হয়েও বাংলাদেশে দারিদ্র-ক্লিষ্ট মানুষের কষ্ট অনুভব করে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন ও সাফল্য পেয়েছেন। আজকের দিনে ফাদার ইয়াং-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও তার আত্মার চিরকল্যাণ কামনা করি।' এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নির্মল রোজারিও, ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি লিটন টমাস রোজারিও, কালব'র জেনারেল ম্যানেজার প্যাট্রিক পালমা এবং ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফিকেশন। আলোচনা সভা শেষে ঢাকা ক্রেডিট, ফাউন্ডেশন, কাককো লিঃ, কালব লিঃ সহ বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠন ফাদারে সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন॥

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

(কারিতাস বাংলাদেশের একটি প্রজেক্ট)

২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

দুই বছর, এক বছর ও ছয়মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশের অধীনে পরিচালিত কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের আওতায় চলমান বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে ৬ মাস, ১ বছর ও ২ বছর মেয়াদী বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হবে। এই প্রশিক্ষণগুলো **আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হবে**। এ প্রেক্ষিতে নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: ক) বয়স: ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৬ হতে ২২ এবং মেয়েদের ১৬-৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য), খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণী হতে এসএসসি পর্যন্ত (প্রতিবন্ধী/ মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিল যোগ্য)। বয়রা টেকনিক্যাল স্কুলের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি পাশ, গ) বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত (মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়), ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা, ঙ) পারিবারিক মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা, চ) অগ্রাধিকার: কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/পোষ্য/আদিবাসী/উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, গরীব -ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য"

বিবরণ	আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি প্রজেক্ট	সিবি-এমটিটিপি প্রজেক্ট
যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক/ অটোমোবাইল (খ) ইলেকট্রিক এন্ড রেফ্রিজারেশন/ ইলেকট্রিক্যাল (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন (ঘ) উডেন ক্র্যাফ্ট (ঙ) মেশিনিষ্ট (চ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ছ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং এবং (জ) প্লাম্বিং	ক) অটো মেকানিক (খ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং
মেয়াদ কাল	ছয় মাস/ এক বছর / দুই বছর (সেমিষ্টার পদ্ধতি)	ছয় মাস/ তিন মাস
প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	(ক) প্রথম সেমিষ্টার (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক) (খ) দ্বিতীয় সেমিষ্টার (ব্যবহারিক ও অন জব ট্রেনিং)	তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক
আবাসন সম্পর্কিত	আবাসিক ব্যবস্থা আছে	আবাসিক ব্যবস্থা নেই।
ভর্তি ফি	২০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশি হতে পারে)	২০০/- টাকা
মাসিক টিউশন ফি	৭০০/- টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম বেশী হতে পারে)	১৫০/- টাকা।

বি:দ্র: ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী: (ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত জমা দিতে হবে; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব সনদপত্রের কপি; (ঙ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর নিয়মিত কোর্সে (দুই, এক বছর ও ছয় মাস) ভর্তির সময় অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক শারীরিকভাবে সক্ষম এ মর্মে মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। (বিশেষ করে Blood for Hb%, Urine for R/M/E, RBS and X-Ray Chest P/A) মেডিক্যাল রিপোর্ট দাখিল করতে অপারগ হলে ভর্তি ফির সাথে অতিরিক্ত ৩০০ (তিনশত) টাকা স্কুলে জমা দিতে হবে; (চ) আরটিএস/ বিটিএস/ এফডিএসই/ ভিটিসি এর ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে; (ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্টের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ঝ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক যোগোযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর :

আরটিএস/ বিটিএস/ ভিটিসি

অধ্যক্ষ **ফাদার সি.জে. ইয়াং টেকনিক্যাল স্কুল** বাকেরগঞ্জ, বরিশাল ফোন: ০১৭৬১৭৩২০০০	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বানিয়ারচর, মুকসেদপুর, গোপালগঞ্জ ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৬/০১৭৫৮৬৪৯১৯৯
অধ্যক্ষ **ব্রাদার ফ্রেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল** শাহমিরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৩	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** আকনপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৭
অধ্যক্ষ, **ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল** কমলাপুর, সাভার, ঢাকা, ফোন : ০১৬২১৯৪৯১৭২	অধ্যক্ষ, **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** বনপাড়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৮
অধ্যক্ষ **শহীদ ফাদার লুকাশ টেকনিক্যাল** স্কুল, দিনাজপুর ফোন : ০১৭১৩৩৮৪১০৫	অধ্যক্ষ **কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল** ইছবপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ফোন : ০১৯৮০০০৮৪৪৩
অধ্যক্ষ **বয়রা টেকনিক্যাল স্কুল** রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা মোবাইল : ০১৭১২৯৩১৬৪৩	ট্রেনিং ইন্চার্জ **ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার** ওসমানপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ফোন : ০১৭২৪৩৯২৬৬৪

সিবি-এমটিটিপি

টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস বরিশাল অঞ্চল** সাগরদি, বরিশাল-৮২০০ ফোন : ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস খুলনা অঞ্চল** রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন : ০১৭১৮৪০৪৩৮২
এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল** ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০ ফোন : ০১৭১৫৫০১৩৯৬	টেকনিক্যাল অফিসার, **কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল** পো:অ: বক্স.১৯, রাজশাহী-৬০০০ ফোন : ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪
টেকনিক্যাল অফিসার **কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল** পো: অ: বক্স.৮, দিনাজপুর-৫২০০ ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	এসিসট্যান্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং অফিসার **কারিতাস সিলেট অঞ্চল** সুরমাগেট, খাদিমনগর সিলেট-৩০০৩ ফোন : ০১৮১৮১৩৮১৬৪

কারিতাস কেন্দ্রিয় অফিস

ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, আরটিএস মোবা: ০১৯৮০০০৮৫৮৪	প্রজেক্ট অফিসার, সিবি-এমটিটিপি মোবা: ০১৯৮০০০৮৫৮৬	**প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিটিএসপি** মোবা: ০১৯৫৫৫৯০০৯৪

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/৩৫১/২২

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো Booked	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-43
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা- ৪৩
Regd. No. DA-33
❖ 27 November - 3 December, 2022, ১২ - ১৮ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি) , দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৩ (Bible Diary - 2023), বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৩৩৭/২২

পাওয়া যাচ্ছে 'আমার প্রাণের সামগীত'

পবিত্র বাইবেলের সামসঙ্গীত অনুসরণে ৩ খণ্ডে রচিত গান 'আমার প্রাণের সামগীত', কথা, সুর ও স্বরলিপি ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা, প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। *বইটি সম্পর্কে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও এইভাবে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন, "বাইবেলের সামসঙ্গীত পুস্তকটি একটি বিশাল ফুল-বাগান। সেখানে রয়েছে হাজারো ধরনের বিচিত্র ফুল। এক একটি ফুলের গন্ধ- সৌন্দর্য লোভনে গান রচয়িতার প্রাণ-আত্মায় যে কথা ও সুর ধ্বনিত হয়েছে তারই একটি সুমধুর মূর্ছনায় আধ্যাত্মিক ঝংকারময় এই গানগুলো। এই গানগুলোতে একদিকে রয়েছে আদি সামগীতিকারের অন্তর-ভাব, অন্যদিকে রয়েছে রচয়িতার কর্মযজ্ঞের বিচিত্র প্রেক্ষিত, আবার অন্যদিকে তাঁর আপন প্রাণের মাধুরী মেশানো গভীর অনুভূতি। এই তিনে মিলে এ যেন স্বর্গীয় ঐক্যতান।... ।"*

"আমার প্রাণের সামগীত" এই পুস্তকটি উপাসনায় এবং আধ্যাত্মিক জীবন উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গির্জা, হোস্টেল, বিভিন্ন গঠনগৃহ, সেমিনারী এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে 'আমার প্রাণের সামগীত' পুস্তকের গানগুলো ব্যবহার করা যাবে। স্টক সীমিত। আজই আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। পুস্তকটি বিশেষ ছাড় মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। মূল্য ১০০ টাকা।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org